

**গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১২-১৩ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর
মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ**

ক্র: নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	গৃহায়ন ও গণপূর্ত	৮	৭	১	০	৫	৫	২০.৯% ২০০%	৪	৯.৪% ১৪০%

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা : ৮ টি

২। সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকাল: প্রযোজ্য নয়।

৩। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ:

প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ:

- ১) প্রকল্প গ্রহণের সময় সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা না করে এবং ভবিষ্যতের প্রেক্ষাপট বিবেচনা না করে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। ফলে পরবর্তীতে কাজের পরিধি বেড়ে যায়, ফলশ্রুতিতে ব্যয় বৃদ্ধি পায়;
- ২) বার বার মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যমূল্যে দাম বেড়ে যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দরপত্রের রোট শিডিউল পরিবর্তন হয়ে যায়, ফলে প্রকল্প ব্যয় বেড়ে যায়;
- ৩) ভূমি অধিগ্রহণে দীর্ঘ সূত্রিতার কারণে মৌজা রোট পরিবর্তন হওয়ায় প্রকল্পের ব্যয় বেড়ে যায়।

প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ:

- ১) মূল ডিপিপি অনুমোদনের তারিখের পরেও টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরি, টেন্ডার আহবান, মূল্যায়ন ও কার্যাদেশ প্রদানে অনেক বিলম্ব হয়। ফলে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এক বছর থেকে দুই বছর বিলম্ব হয়ে যায়;
- ২) ভৌত নির্মাণ কাজে ডইং, ডিজাইন কাজে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয় ;
- ৩) সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের দরপত্র মূল্যায়নের সময় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কনকারেন্স পেতে যথেষ্ট বিলম্ব হয়;
- ৪) ভূমি অধিগ্রহণজনিত জটিলতার কারণে বেশির ভাগ প্রকল্পে যথেষ্ট সময়ক্ষেপণ হয়।

৪। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

সমস্যা	সুপারিশ
১। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ও বাস্তবায়নে অত্যধিক বিলম্ব	১। প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মতভাবে ব্যয় ও সময় নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে তা অনুসরণ করা প্রয়োজন।
২। কাজের গুণগতমান সংক্রান্ত।	২.১। কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতে পিপিআর যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক দক্ষ জনবল এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমন্বিত ঠিকাদার নিয়োগ করা প্রয়োজন। ২.২। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজ বিশেষ করে নিম্নমানের পূর্ত কাজের জন্য তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।
৩। প্রকল্পের যানবাহন সংক্রান্ত।	৩। বিদ্যমান সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন সরকারি পরিবহন পুলে জমা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।
৪। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত।	৪.১। প্রকল্প সূচ্যু বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলি বা পরিবর্তন না করে বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে সচেষ্ট থাকার প্রয়োজন আছে। ৪.২। বিভিন্ন সংস্থার আওতায় বাস্তবায়নাধীন ও ভবিষ্যতে প্রকল্পের জন্য সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী পূর্ণকালীন ও যোগ্য প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের বিষয়টি উদ্যোগী বিভাগ হতে নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
৫। পিসিআর প্রেরণে বিলম্ব।	৫। প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষণার পর পরই পিসিআর প্রণয়ন করে আইএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করা আবশ্যিক।
৬। ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্ব।	৬। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়টি পূর্ব থেকে নিষ্পত্তি করা আবশ্যিক।

খুলনা-যশোর রোড সিটি বাইপাস রোডের মধ্যে দু'টি সংযোগ সড়ক নির্মাণ (২য় সংশোধিত)
সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত : জুন, ২০১৩)

- ১। নির্বাহী সংস্থা : খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
৩। প্রকল্পের অবস্থান : খুলনা সদর।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের (%))
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৪০৪.৮৬	৪৫৬৭.৪৩	৪৫৫৬.৫০	জুলাই'২০০৭ হতে জুন'২০১১	জুলাই'২০০৭ থেকে জুন'২০১৩	জুলাই'২০০৭ থেকে জুন'২০১৩	১৮৯.৪৭%	২ বছর অতিরিক্ত

৬। অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক (%)	বাস্তব পরিমাণ (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১)	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১৬.৫০	থোক	১৫.৪১	থোক
২)	কনসালটেন্ট	-	১৯.১১	-	১৯.১১	-
৩)	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৬.৫০	থোক	৬.৪৮	থোক
৪)	সম্পদ সংগ্রহ (ল্যাব সেট-আপ)	থোক	৫৪.০০	থোক	৫৪.০০	থোক
৫)	ভূমি অধিগ্রহণ ক্ষতিপূরণ	হেক্টর	১৮১০.১৮	৬.৬ হেক্টর	১৮১০.১৮	৬.৬ হেক্টর
৬)	ভূমি উন্নয়ন ক) মাটির কাজ খ) বালির কাজ গ) অন্যান্য	ঘ:মি:	৭৭.৭১ ৫৮৪.৩৩ ৫৩৭.৯৮	২৬৭৫৫.১১ ৯১০৯৪.৫৭ Sand drain, sand pile, sand blanket	১১৯৭.৬০	-- ২৬৭৫৫.১১ ঘঃমিঃ ৯১০৯৪.৩৭ ঘঃমিঃ Sand drain, sand pile,
৭)	পেভমেন্ট নির্মাণ	ব:মি:	৭৮৭.৭৭	৩০১০৬.৭৫	৭৮৬.৩৩	Sand drain, sand pile,
৮)	ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ	সংখ্যা	৫৮১.১০	ব্রীজ -১ টি কালভার্ট- ১১টি	৫৭৮.৭৪	ব্রীজ -১ টি কালভার্ট- ১১টি
৯)	সাইন, সিগন্যাল, রোড মার্কিং	সংখ্যা	৯২.২৫	টিএস-৬৫, এসপি-৬৫, সিপি-২২০	৮৮.৬৫	টিএস-৬৫, এসপি- ৬৫, সিপি-২২০
	সর্বমোট :	-	৪৫৬৭.৪৩	-	৪৫৫৬.৫০	--

০৭। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) : আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে :

- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- আরডিপিপি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;

- পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ;
- প্রকল্প অফিসের রক্ষিত নথি পর্যালোচনা ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;
- প্রকল্প এলাকার উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা ; এবং
- Evaluation matrix -এর ভিত্তিতে মূল্যায়ন।

০৮। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নাই মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ রয়েছে।

০৯। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

- (ক) খুলনা শহরের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- (খ) খুলনা শহরের পশ্চিম দিকের সম্প্রসারণ করা ;
- (গ) খুলনা শহরের যানজট হ্রাস ;
- (ঘ) নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনের নিমিত্ত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি; এবং
- (ঙ) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র হ্রাস।

১০। **প্রকল্পের পটভূমিঃ**

খুলনা শহরের পূর্বদিকে রূপসা নদী এবং পশ্চিমে নীচু বিল এলাকা থাকায় এ সিটি শহরটি ভৌগোলিক কারণে খুলনা শহর সৃষ্টি লগ্ন থেকেই উত্তর-দক্ষিণ দিক বরাবর সম্প্রসারণমুখী ছিল। ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এটি আরো উত্তর- দক্ষিণ দিক বরাবর সম্প্রসারণমুখী ছিল। ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এটি আরো উত্তর - দক্ষিণ দিক বরাবর সম্প্রসারিত হচ্ছে। রূপসা সেতু চালু হওয়ার পর শহরে যানবাহন চলাচল বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শহরের সম্প্রসারণও জরুরি হয়ে পড়েছে। রূপসা নদীর অপর তীরে পূর্ব দিকে শহরের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন হচ্ছে না। কারণ রূপসা নদী এলাকা দু'টিকে বিভক্ত করে রেখেছে। নৌ-বাহিনীর আঞ্চলিক দপ্তর খুলনা শহরের উত্তর দিকে অবস্থিত বিধায় আর্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্স রেখে স্বল্প ব্যয়ে সেতু নির্মাণ করা সম্ভব নয়। এ কারণে শহরের সম্প্রসারণ পশ্চিম দিকে করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে নির্মিত খুলনা শহর বাইপাস(রূপসা সেতুর এলাইনমেন্ট) সড়কের সঙ্গে যশোর, খুলনা মহাসড়কের সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ জিওবি অনুদানে মোট ২৪০৪.৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১১ পর্যন্ত মেয়াদে মূল প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প এলাকায় জমির মূল্য বৃদ্ধি, সড়ক ও জনপথ বিভাগের সিডিউল রেট পরিবর্তনের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত প্রস্তাব ৪২৯৪.০৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৮-০৩-২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে গত ৩০ জুন ২০১৩ তারিখে প্রকল্পটির ২য় সংশোধিত প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

১১। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ** প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালীন সময়ে (এপ্রিল, ২০০৭ হতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত) ০১ জন প্রকৌশলী প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। নিম্নে প্রকল্প পরিচালকের তথ্য দেয়া হলোঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব মোঃ সাব্বেরুল আলম	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	প্রকল্পের শুরু হতে সমাপ্তি পর্যন্ত

১২। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ** খুলনা শহর বাইপাস(রূপসা সেতুর এলাইনমেন্ট) সড়কের সঙ্গে যশোর-খুলনা মহাসড়কের সংযোগ সড়ক নির্মাণ।

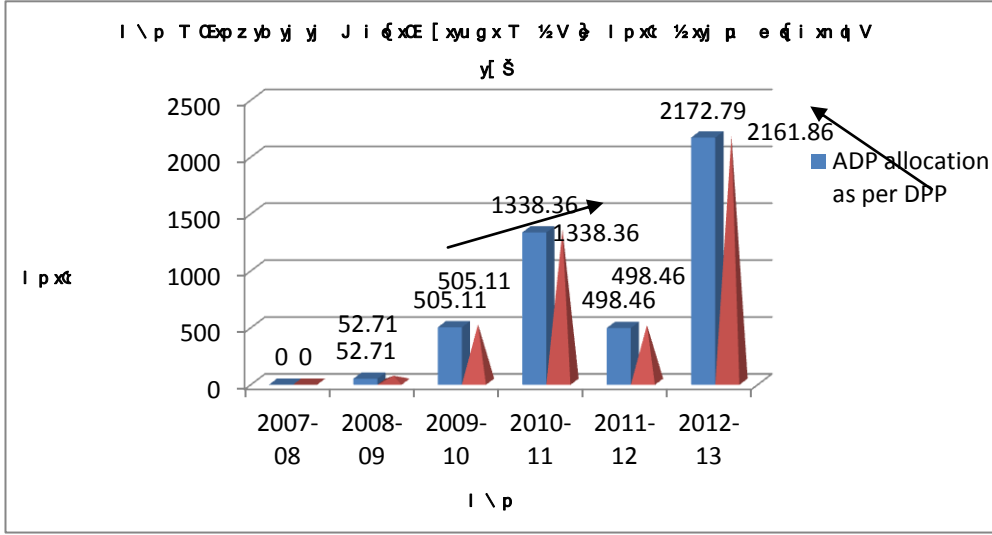
১৩। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ**

প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৫৬৭.৪৩ লক্ষ টাকা। পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৪৫৫৬.৫০ লক্ষ টাকা।

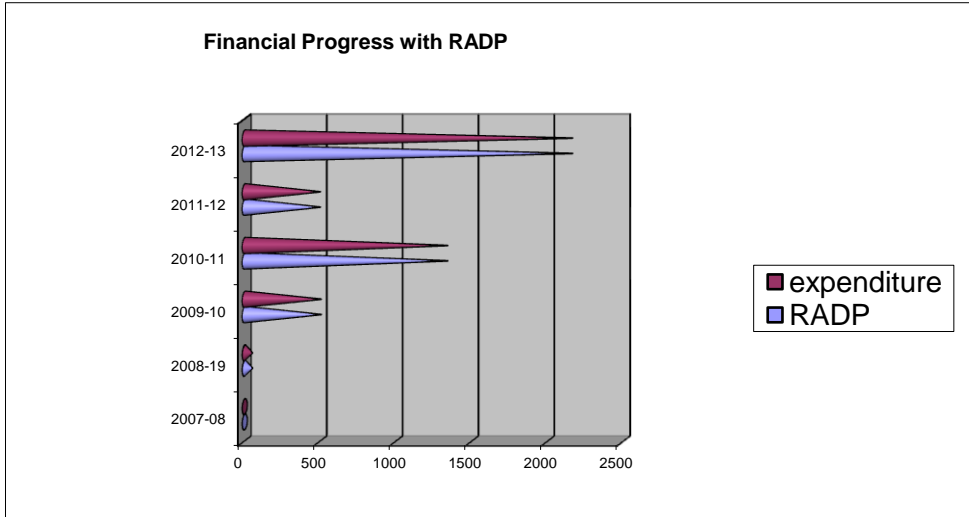
১৪।

আর্থিক বরাদ্দ, ব্যয় বিশ্লেষণ:

- বছরওয়ারী ডিপিপি অনুযায়ী চাহিদা ও প্রকৃত বরাদ্দ প্রাপ্তির তুলনামূলক চিত্র : প্রকল্পটির অর্থ বরাদ্দ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১০-১১ ও ২০১২-১৩ অর্থ বছরের অধিক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।



- আরএডিপি'র বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র : ব্যয় বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আরডিপিপি ঋ বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয় করা হয়েছে (গ্রাফ দ্রষ্টব্য)।

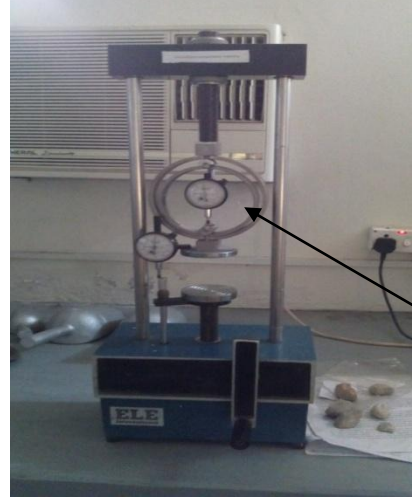


১৫।

প্রকল্প পরিদর্শন, পরিদর্শিত এলাকা ও প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ: গত ১৭-১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ তারিখে প্রকল্পটির আওতায় সংগৃহীত ল্যাব যন্ত্রপাতি, ০১টি ব্রিজ ১১টি টু-ইন পাইপ কালভার্ট ও তেলিগাতি হতে সিটি বাইপাস পর্যন্ত এবং এম. এ. বারী সড়ক হতে সিটি বাইপাস পর্যন্ত নির্মিত ২টি রাস্তা পরিদর্শন করা হয়।

১৫.১. প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ:

- প্রকল্পটির আওতায় খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ) এ নিজস্ব ল্যাবের জন্য নির্মাণ উপকরণের মান পরীক্ষার নিমিত্ত বিভিন্ন ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করেছে। এ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে বর্তমানে নির্মাণ উপকরণের গুণগতমান পরীক্ষা করা হচ্ছে। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জানান যে, এই ল্যাবের মাধ্যমে গ্রাহকদের সেবা প্রদান করে কেডিএ অর্থ উপার্জন করতে পারছে। (চিত্র: ১)



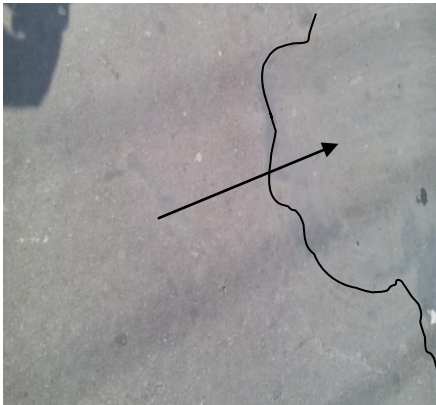
চিত্র ১ : কেডিএর নিজস্ব ল্যাবের জন্য সংগৃহীত যন্ত্রাদি

- ❖ প্রকল্পের আওতায় ১১টি টু-ইন পাইপ কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত কালভার্টের মুখগুলো ইতোমধ্যে মাটি দ্বারা ভরাট হয়ে যাচ্ছে। কালভার্টের পাইপগুলোর মুখ হতে মাটি অপসারণ করা না হলে বর্ষা মৌসুমে পানির অতিরিক্ত প্রবাহ রাস্তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। (চিত্র:২)



চিত্র ২ঃ নির্মিত কালভার্টের মুখে জমাকৃত মাটি

- ❖ পরিদর্শনকালে নির্মিত রাস্তায় বিটুমিনের নতুন আস্তরণের চিহ্ন পাওয়া যায়। নির্মাণের ৮ মাসের মধ্যে এ ধরণের মেরামতের কাজ করা নিম্নমানের কাজের সাক্ষ্য বহন করে। (চিত্র:৪)



চিত্র ৪: বিটুমিনের নতুন আস্তরণের নমুনা

- ❖ নির্মিত রাস্তার পাশে মাটির কাজের স্লোপ ১ঃ২ হারে করার কথা থাকলেও সেই অনুপাতে স্লেম্প তৈরী করা হয়নি। (চিত্রঃ ৫)



চিত্র ৫: মাটির কাজের স্লোপ

- ❖ নির্মিত রাস্তায় ক্রাক ও পটহোল এর চিহ্ন পাওয়া গেছে যা নিম্নমানের কাজের সাক্ষ্য বহণ করে। (চিত্র:৬ ও ৭)



চিত্র ৭: রাস্তার মাঝে পটহোলের চিত্র



চিত্র ৮: রাস্তার মাঝে ক্রাকের চিত্র

- ❖ প্রকল্পের আওতায় ৮৮.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সাইন, সিগন্যাল ও রোড মার্কিং এর কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে (চিত্র:৯)।




চিত্র ৯: নির্মিত সিগন্যাল মার্কিংয়ের চিত্র

- ❖ প্রকল্পের আওতায় ২টি সংযোগ সড়ক (৩.১৭ কিঃমিঃ) নির্মাণ করা হয়েছে। এর ১টি হলো তেলিগাতি হতে সিটি বাইপাস পর্যন্ত এবং অপরটি এম.এ বারী সড়ক হতে সিটি বাইপাস পর্যন্ত। তুলনামূলকভাবে এম.এ বারী সড়ক অপেক্ষা তেলিগাতি রাস্তাটির সম্পাদিত কাজ সন্তোষজনক (চিত্র: ১০)।



চিত্র ১০ঃ নির্মিত তেলিগাতি বাইপাস সড়ক

১৫.২. ভৌত কাজে ব্যবহৃত উপকরণাদি ঃ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণকৃত ২টি রাস্তায় যে উপকরণসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে তার টেস্ট রিপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য নিম্নোক্ত ছকে প্রকল্প অফিসের নিকট আহবান করা হয় ঃ

ক্রমিক নং	উপকরণের নাম	টেস্টের নাম	টেস্ট সম্পন্নকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	টেস্ট রিপোর্ট প্রাপ্তির তারিখ	কাজিত ফলাফল	প্রাপ্ত ফলাফল	মাত্রা (ব্যবহার উপযোগী কিনা?)
 প্রকল্প অফিস হতে প্রেরিত এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পরিশিষ্ট 'ক' তে সংযুক্ত।							

রিপোর্টসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ব্যবহৃত নির্মাণ উপকরণের নমুনাসমূহ ল্যাব টেস্টে ব্যবহার উপযোগী হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। বেশ কিছু রিপোর্ট সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কম্পিউটার কম্পোজ অবস্থায় রয়েছে কিন্তু অধিকাংশ টেস্ট রিপোর্টের রেফারেন্স নং, প্রকল্পের নাম, টেস্টের নাম হাতের লেখা অবস্থায় রয়েছে। একই প্রতিষ্ঠান হতে প্রস্তুতকৃত রিপোর্টে দুই ধরনের প্রক্রিয়া সন্দেহের অবকাশ তৈরী করে। এম.এ বারী সড়ক হতে সিটি বাইপাস পর্যন্ত নির্মিত রাস্তায় ব্যবহৃত বিটুমিনের পেনিট্রেশন গ্রেড, স্পেসিফিক গ্রাভিটি টেস্টের রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন যে, ঠিকাদারের সাইড ল্যাবে নির্মাণের প্রতিটি ধাপে ব্যবহৃত উপকরণের নমুনাসমূহের ল্যাব টেস্ট সম্পাদিত হয়েছে।

১৬। প্রকল্পটির আওতায় ব্যয়:

পিসিআর-এ প্রাপ্ত তথ্য মতে প্রকল্প আওতায় ব্যয়ের বিবরণী নিম্ন প :

- **সরবরাহ ও সেবা :** প্রকল্পটির আওতায় সরবরাহ ও সেবা খাতে বরাদ্দ ছিল ১৬.৫০ লক্ষ টাকা কিন্তু এ খাতে ১৫.৪১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতের আর্থিক অগ্রগতির হার ৯৩.৩৯%।
- **কনসালটেন্সী :** প্রকল্পটির আওতায় কনসালটেন্সী খাতে ১৯.১১ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১৯.১১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির হার ১০০%।
- **মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ :** প্রকল্পটির আওতায় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ৬.৫০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় করা হয়েছে ৬.৪৮ লক্ষ টাকা। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতির হার ৯৯.৬৯%।
- **সম্পদ সংগ্রহ (ল্যাব সেট-আপ) :** প্রকল্পটির আওতায় সম্পদ সংগ্রহ (ল্যাব সেট-আপ) খাতে বরাদ্দকৃত ৫৪.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় করা হয়েছে ৫৪.০০ লক্ষ টাকা। আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির হার ১০০%।
- **ভূমি অধিগ্রহণ ক্ষতিপূরণ :** প্রকল্পটির আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ ক্ষতিপূরণ খাতে বরাদ্দকৃত ১৮১০.১৮ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় করা হয়েছে ১৮১০.১৮ লক্ষ টাকা। আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির হার ১০০%।
- **ভূমি উন্নয়নে মাটির কাজ, বালির কাজ ও অন্যান্য :** প্রকল্পটির আওতায় ভূমি উন্নয়নে মাটির কাজ, বালির কাজ ও অন্যান্য খাতে ১২০০.০২ লক্ষ টাকার সংস্থানের বিপরীতে ব্যয় করা হয়েছে ১১৯৭.৬০ লক্ষ টাকা। যার আর্থিক অগ্রগতির হার ৯৯.৭৯%।
- **পেভমেন্ট নির্মাণ :** প্রকল্পটির আওতায় পেভমেন্ট নির্মাণ খাতে ৭৮৭.৭৭ লক্ষ টাকার বরাদ্দের বিপরীতে ৭৮৬.৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে যার আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৮১%।
- **ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ :** প্রকল্পটির আওতায় ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ খাতে বরাদ্দ ছিল ৫৮১.১০ লক্ষ টাকা। এ খাতে ব্যয় করা হয়েছে ৫৭৮.৭৪ লক্ষ টাকা যার আর্থিক অগ্রগতির হার ৯৯.৫৯%।
- **সাইন, সিগন্যাল, রোড মার্কিং :** প্রকল্পটির আওতায় সাইন, সিগন্যাল, রোড মার্কিং খাতে বরাদ্দ ছিল ৯২.২৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় করা হয়েছে ৮৮.৬৫ লক্ষ টাকা, যার আর্থিক অগ্রগতির হার ৯৬%।

১৭।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত	অত্র বিভাগের মন্তব্য
সংযোগ সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে খুলনা শহরের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, খুলনা শহরের যানজট হ্রাস, নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনের নিমিত্ত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র হ্রাস করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিকল্পিত উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।	আপাতদৃষ্টিতে স্বল্প মেয়াদে উদ্দেশ্য অর্জিত হলেও প্রভাব মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রকৃত উদ্দেশ্যে নিরূপণ করা যাবে।

১৮। প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য:

দরপত্র সংক্রান্ত নথি যাচাইয়ের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পটির আওতায় ক্রয়কৃত কাজটি পিপিআর-২০০৮ অনুসরণে হয়েছে কিনা। এ ক্ষেত্রে প্রকল্পটির আওতায় একাধিক প্যাকেজ/লট থাকায় Random Selection এর মাধ্যমে কয়েকটি প্যাকেজ/লটের ক্রয় প্রক্রিয়া সঠিক ছিল কিনা তা যাচাই করা হয়। ক্রয় প্রক্রিয়া যাচাইকালে যেসকল বিষয় দেখা হয়েছেঃ

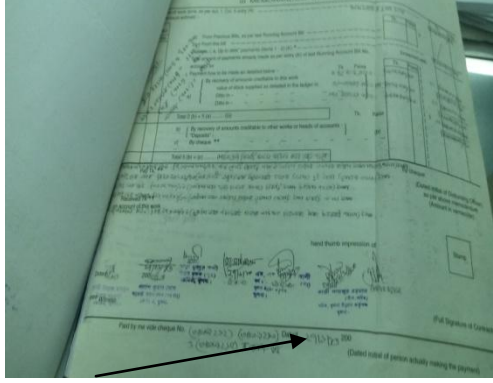
বিষয়
টেন্ডার জমা দেয়ার মাল্টিপল স্থান ছিল কিনা
টিওসি নিয়ম অনুযায়ী গঠন করা হয়েছে কিনা
টিইসি নিয়ম অনুযায়ী গঠন করা হয়েছে কিনা
টিইসিতে বাহিরের সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়েছে কিনা
টিইসি এর আলোকে NOA প্রদান এবং ওয়ার্ক অর্ডার দেয়া হয়েছে কিনা

প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত দলিলাদি পরীক্ষান্তে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি পরিলক্ষিত হয়:

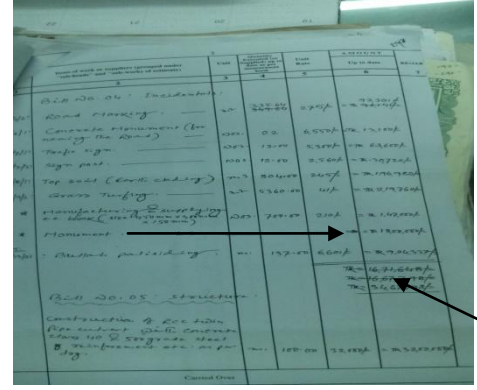
১৮.১ প্যাকেজ/ লট নং-GD1 এ ওপেন টেন্ডারিং মেথড (OTM) এর মাধ্যমে ল্যাব এর জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ/স্থাপন এর কাজ করা হয়েছে। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে ‘দৈনিক ইত্তেফাক’, ‘দৈনিক পর্বাঞ্চল’, ‘The Daily Independent’ পত্রিকায় পিপিআরের ৯০ ধারা অনুযায়ী তিনটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। ৩ সদস্যবিশিষ্ট টেন্ডার ওপনিং কমিটি (TOC) ও ১১ সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটি (TEC) গঠন করা হয়েছে। TEC তে ১১ জন সদস্যের মধ্যে ৭ জন উপস্থিত ছিল যাদের মধ্যে ২ জন বহিঃসদস্য (পানি উন্নয়ন বোর্ড ও এলজিইডি) রয়েছে। টেন্ডার জমা দেয়ার জন্য কেবলমাত্র খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অফিস নির্ধারিত ছিল। গত ১৩/১০/২০০৮ তারিখে টেন্ডার open করা হয় এবং গত ২২/১০/২০০৮ তারিখে ইভ্যালুয়েশন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ০৩টি টেন্ডার জমা পড়েছে যার মধ্যে ০১টি টেন্ডার রেসপন্সিভ হয়েছে। এ প্যাকেজ এর ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত দর হতে ৯.৩৯% নিম্নদরে শ্যামসান ইন্টারন্যাশনাল লিঃ এর সাথে চুক্তি করা হয়েছে। ওয়ার্ক অর্ডার অনুযায়ী ১২০ দিনের মধ্যে যন্ত্রপাতি সরবরাহের শর্ত থাকলে পরবর্তীতে ০২ বার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সরবরাহকৃত প্রতিষ্ঠানকে ৪৪৫৯১৮৭.১৪ টাকা চূড়ান্ত বিল প্রদান করা হয়েছে।

১৮.২ অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী ভৌত কাজের জন্য ৪টি প্যাকেজ (WD1, WD2, WD3, WD4) নির্ধারিত থাকলেও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ ৪টি প্যাকেজকে ১টি প্যাকেজে একত্রিত করে ২টি লটে বিভক্ত করেছে। লট-১ এর মাধ্যমে বারি সড়ক উন্নয়ন ও লট ০২ এর মাধ্যমে তেলিগাতি সড়ক উন্নয়ন এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের প্রাক-যাচাই এর জন্য ‘দৈনিক ইত্তেফাক’, ‘দৈনিক পর্বাঞ্চল’, ‘The Daily Independent’ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া কেডিএ ও সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। গত ০৯/০৫/২০১১ তারিখে প্রাক-যাচাইয়ের ডকুমেন্ট উন্মুক্ত করা হয় এবং গত ২১/০৭/২০১১ তারিখে মূল্যায়ন কমিটি ৮টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৬টি প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচিত করে সুপারিশ করেন। নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে গত ০৭/০৯/২০১১ তারিখে টেন্ডার ডকুমেন্ট সরবরাহ করা হয়। গত ০৩/১০/২০১১ তারিখে টেন্ডার ডকুমেন্ট উন্মুক্ত করা হয় এবং ১১/১০/২০১১ তারিখে টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটি সুপারিশ প্রদান করে। মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ গত ১৩/১১/২০১৩ তারিখ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। লট ০১ এর ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত দর হতে ০.৭০% নিম্নদরে DIENCO LTD. এর সাথে চুক্তি করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী এ লটের চুক্তি মূল্য ছিল ১৭৮৭৩৬১৭৫.০০ টাকা। লট ০২ এর ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত দর হতে ০.১৮% নিম্নদরে পারিসা ট্রেড সিস্টেম এর সাথে চুক্তি করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী এ লটের চুক্তি মূল্য ছিল ৫৬৩৯৫৩২০.০০ টাকা। প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি গত ৩০/০৬/২০১২ তারিখ অনুমোদিত হয় কিন্তু বর্ধিত চুক্তি মূল্য তথা সংশোধিত চুক্তি এর আগেই সম্পন্ন করা হয়েছে। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, লট-০১ এর ক্ষেত্রে গত ২৭/০৬/২০১৩ তারিখে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে প্রদানের জন্য ২০৪৭৬৩৪৭০.৯৬ টাকা চূড়ান্ত বিল নির্ধারণ/প্রদান

করা হয়েছে এবং লট-২ এর ক্ষেত্রে গত ২৭/০৬/২০১৩ তারিখে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে প্রদানের জন্য ৬০৩৬৮১৫২.৭০ টাকা চূড়ান্ত বিল নির্ধারণ/প্রদান করা হয়েছে।



চিত্র ১১ : গত ২৭.০৬.২০১৩ তারিখে প্রস্তুতকৃত চূড়ান্ত বিল



চিত্র ১২ঃ চূড়ান্ত বিলে কাটাকাটি/ওভাররাইটিংয়ের নমুনা ও মনুমেন্ট খাতে ১৮.০০ লক্ষ টাকা বিল প্রদানের নমুনা

১৮.৩ পর্যবেক্ষণ:

- ❖ GD-1 প্যাকেজের ক্ষেত্রে দরপত্র প্রতিযোগিতামূলক হয়নি।
- ❖ টেন্ডার জমা দানের ক্ষেত্রে একাধিক স্থান নির্ধারিত ছিল না।
- ❖ GD-1 প্যাকেজের ক্ষেত্রে প্রকৃত বাস্তবায়ন সময় বেশি লেগেছে।
- ❖ অনুমোদিত আরডিপিপি-তে প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্পটির ক্রয় কার্যক্রমে প্যাকেজ সংখ্যা কম করার মাধ্যমে অনুমোদিত আরডিপিপির ক্রয় পরিকল্পনার ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে।

১৮.৪ অন্যান্য বিষয়:

- প্রকল্প সংশোধনের পূর্বে ওয়ার্ক অর্ডার বহির্ভূত ভৌত কাজ পরিবর্তন করা হয়েছে যা পরিকল্পনা শৃঙ্খলার পরিপন্থী।
- ডিপিপি সংশোধনের পূর্বে নির্ধারিত বিল অপেও ১ পরিবর্তিত বিল চূড়ান্ত করা হয়েছে যা আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী।
- চূড়ান্ত বিলে কাটাকাটি/ওভাররাইটিং করা হয়েছে যা কাম্য নয়।
- External Audit-এর বিস্তারিত তথ্য দেয়া হয়নি।

১৯। উপকারভোগীদের মতামত:

তেলিগাতি হতে সিটি বাইপাস পর্যন্ত ১.১২ কিঃমিঃ এবং অপরটি এম এ বারী সড়ক হতে সিটি বাইপাস পর্যন্ত ২.০৫ কিঃমিঃ রাস্তা তৈরি হওয়াতে ট্রাফিক চলাচলের পথ সুগম হয়েছে। রূপসা সেতু চালু হওয়ায় শহরে যান চলাচল বৃদ্ধি হয়েছে তথাপি উক্ত সংযোগ সড়ক দৃষ্টি নির্মিত হওয়ায় জনগণের দর্ভোগ হ্রাস পেয়েছে। সড়ক দৃষ্টি ঘিরে অত্র এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বেগবান হচ্ছে। এলাকাবাসি উল্লেখ করেন যে, সড়ক দৃষ্টি নির্মিত হওয়ার ফলে তাদের যাতায়াত দ্রুত ও সহজ হয়েছে। এছাড়াও, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারতায় সড়ক দৃষ্টি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।



চিত্র ১৩ : নির্মিত রাস্তার পাশে জীবিকা নির্বাহ



চিত্র ১৪ : নির্মিত ব্রীজ ব্যবহারকারী পণ্যবাহী ট্রাক

২০। প্রকল্প মূল্যায়ন **Evaluation matrix** এর ভিত্তিতে মূল্যায়ন :

Evaluation Criteria	মূল্যায়নের জন্য মূল প্রশ্ন	তথ্যের উৎস	Respondent Group	মন্তব্য
যৌক্তিকতা (Rationality)	প্রকল্পটি কিভাবে এলাকার উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে?	প্রাথমিক	স্থানীয় জনগণ ও কেডিএ	Intensive Interview এবং observation technique ব্যবহার করা হয়েছে।
প্রভাব (Impact)	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর কি ধরনের পরিবর্তন দৃশ্যমান হয়েছে?	প্রাথমিক	স্থানীয় জনগণ ও কেডিএ	Intensive Interview এবং observation technique
স্থায়িত্ব (Sustainability)	কোন কোন বিষয়গুলোর উপর প্রকল্পটির সুফল নির্ভর করে? এ বিষয়ে আপনার মতামত বলুন।	প্রাথমিক	স্থানীয় জনগণ ও কেডিএ	Intensive Interview এবং observation technique ব্যবহার করা হয়েছে।

২০.১। প্রকল্পটি গ্রহণের যৌক্তিকতা (Rationality of the project):

তেলিগাতি হতে সিটি বাইপাস পর্যন্ত ১.১২ কিঃমিঃ এবং অপরটি এম এ বারী সড়ক হতে সিটি বাইপাস পর্যন্ত ২.০৫ কিঃমিঃ রাস্তা তৈরী করার জন্য গৃহীত প্রকল্পটি সময়োপযোগী ও যৌক্তিক।

২০.২। প্রকল্পটির বাস্তবায়নোত্তর প্রভাব (Impact) : স্থানীয় জনগণের সাথে আলোচনায় প্রকল্পটির বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত

প্রভাবগুলো ফুটে উঠেছে:

- যান চলাচল দ্রুত ও সহজতর হয়েছে;
- মল শহরের পশ্চিম দিক সম্প্রসারণ ঘটছে ;
- পণ্য পরিবহনে সহজতর হওয়ায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত হয়েছে;
- স্থানীয় জনগণের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে;
- অত্র এলাকায় ভূমি উন্নয়ন কাজ ত্বরান্বিত হচ্ছে যার ফলে নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

২০.৩। প্রকল্পটির বাস্তবায়নের সফল এর Sustainability :

Sustainability নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর নির্ভর করছে :

- সঠিক ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং;
- বার্ষিক অপারেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স বাজেটের যথাপোযুক্ত ব্যয়;
- সর্বোপরি কাজের মান ও স্থায়িত্ব।

২১। x রায়ন সমস্যা :

০১। নিম্ন মানের কাজ : প্রকল্পের আওতায় এম. এ বারী হতে সিটি বাইপাস পর্যন্ত নির্মিত পথ ক্রাক ও পটহোল পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ১৫৫৫ প্যাকেজে সম্পাদিত কাজের মান বজায় রাখার বিষয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের অবহেলা পরিমাণ অনুযায়ী উপকরণ ব্যবহৃত না হওয়া এবং সর্বোপরি নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করার ফলে এমনটি হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

০২। অনুমোদিত আরডিপিপি'র ক্রয় পরিকল্পনা ব্যত্যয় : অনুমোদিত আরডিপিপি'র ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পটির সার্বিক ভৌত নির্মাণ কার্যক্রম ৪টি প্যাকেজকে একীভূত করে ১টি প্যাকেজের আওতায় ২টি লটের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে যার মাধ্যমে স্পষ্টতই অনুমোদিত আরডিপিপি'র ক্রয় পরিকল্পনার ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে।

০৩। ক্রয় পরিকল্পনার অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহ : অনুমোদিত আরডিপিপিতে GD1 প্যাকেজের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ৪৮.৯০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও স্থাপন করার সংস্থান ছিল। উক্ত প্যাকেজে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে ৪৪.৬০ লক্ষ টাকা চূড়ান্ত বিল প্রদান করা হয়। GD 2 প্যাকেজের ১.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ল্যাপটপ কম্পিউটারসহ প্রিন্টার ক্রয় করা হয়। এছাড়াও, GD 3 প্যাকেজের ক্ষেত্রে ১.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ফটোকপি মেশিন সংগ্রহ করা হয়। অর্থাৎ ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী এই ৩টি প্যাকেজের আওতায় ৪৭.২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু প্রাপ্ত পিসিআরএ এ খাতসমূহে ৫৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ৬.৮০ লক্ষ টাকা অননুমোদিতভাবে ক্রয় পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয় করা হয়েছে।

০৪। কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নে ব্যর্থতা : প্রকল্পটির ডিপিপির সংশোধনের পূর্বে প্রকল্পের আওতায় রাস্তার পেভমেন্টের প্রশস্ততা বৃদ্ধির যৌক্তিকতা, ভূমি উন্নয়নের পরিমাণ এবং কালভার্টের সংখ্যা পরিবর্তনের যৌক্তিকতাসহ সার্বিকভাবে প্রকল্পটি পর্যালোচনার জন্য ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সংশ্লিষ্ট যুগ্ম-প্রধানের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। উক্ত কমিটি অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে মাটির কাজ/স্লোপ নিশ্চিত করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারসহ কেডিএ-কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করেছিল। কিন্তু পরিদর্শনে প্রতীয়মান হয় যে, মাটির স্লোপ ১ঃ২ হারে সম্পন্ন করা হয়নি।

০৫। ভূমি অধিগ্রহণ তথা নিলাম হতে প্রাপ্ত অর্থ ফেরৎ না দেয়া : অত্র প্রকল্পের আওতায় ১৮১০.১৮ ৭ টাকা ব্যয় ৬.৬০ হেক্টর জমি জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের মাধ্যমে অধিগ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত অধিগ্রহণকালে অধিকৃত জমির উপর স্থাপনা, গাছ প্রভৃতি নিলাম করে ২১.০৩ লক্ষ টাকা পাওয়া যায়। প্রকল্প পরিচালক উল্লেখ করেন যে, এ অর্থ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা তথা কেডিএ এর নিকট জমা রয়েছে। প্রকল্প সমাপ্তির পূর্বেই এ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা করা সমীচীন ছিল।

০৬। কালভার্টগুলোর মুখ যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করা : প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১১টি কালভার্টের মুখে পানি প্রবাহের পথ সুগম রাখার জন্য কালভার্টগুলোর মুখের মাটি অপসারণসহ কংক্রিট ও সিমেন্ট দিয়ে ঠিকাদার কর্তৃক যথাযথ ও তৈরী এবং জিআই নেট দিয়ে পাইপের মুখ সংরক্ষণ করার বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গঠিত কমিটি সুপারিশ করেছিল যা প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়নি।

০৭। প্রকল্প সংশোধনের পূর্বেই সম্পাদিত ভৌত কাজঃ অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান বহির্ভূতভাবে রাস্তার পেভমেন্টের প্রশস্ততা বৃদ্ধি, বক্স কালভার্টের পরিবর্তে পাইপ কালভার্ট নির্মাণ, ব্রীজের Hanger, RCC Railing, Arch ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে ব্রীজ নির্মাণের কাজ করা হয়েছে। কোন পূর্বানুমোদন ছাড়া এ ধরনের কাজ সম্পাদন করা মোটেই সমীচীন হয়নি যা পরিকল্পনা শৃঙ্খলার পরিপন্থী কাজ হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

০৮। ভৌত কাজ সম্পাদন ব্যতিরেকে বিল প্রদানঃ প্রকল্প অফিসে রক্ষিত ব্যয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মনুমেন্ট তৈরীর নামে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে ১৮.০০ লক্ষ টাকা বিল প্রদান করা হয়েছে। বাস্তবিক অর্থে পরিদর্শনকালে নির্মিত রাস্তায় এ জাতীয় কোন মনুমেন্টের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। কার্য সম্পাদন ব্যতিরেকে এই ১৮.০০ লক্ষ টাকা বিল প্রদানে সরকারী অর্থের অপব্যবহার করা হয়েছে (চিত্র ১২)।

২২। সুপারিশ/মতামতঃ

২২.১ প্রকল্পের আওতায় এম এ বারী হতে সিটি বাইপাস নির্মিত রাস্তায় পরিলক্ষিত ত্রুটিসমূহ অনতিবিলম্বে সংস্কার করতে হবে। এ লক্ষ্যে ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ও এ সংক্রান্ত বিধিসমূহ প্রতিপালন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২২.২ অনুমোদিত আরডিপিপি'র ক্রয় পরিকল্পনার ব্যত্যয় ঘটায় এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২২.৩ GD1 প্যাকেজের ক্ষেত্রে আরডিপিপি'র ক্রয় পরিকল্পনা বহির্ভূত ৬.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের ব্যাপারে প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরতঃ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে এ ব্যাপারে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২২.৪ ডিপিপি সংশোধনের পূর্বে নির্ধারিত বিল অপেক্ষা পরিবর্তিত বিল চূড়ান্ত/প্রদান করা হয়েছে যা আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী। অত্র প্রকল্পের অর্থ ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার স্বার্থে অতি দ্রুত অডিট/আর্থিক নিরীক্ষা সম্পাদন করতে হবে।

২২.৫ অত্র প্রকল্পের উপর পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশ আগামী ০১ মাসের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে বাস্তবায়ন করতে হবে। নির্মিত রাস্তার পাশের মাটির স্লোপ ১:২ হারে সম্পন্ন করতে হবে এবং নির্মিত পাইপ কালভার্টের মুখের মাটি অপসারণসহ কংক্রিট ও সিমেন্ট দিয়ে যথাযথ স্লোপ তৈরী এবং জিআই নেট দিয়ে পাইপের মুখ সংরওণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২২.৬ ভূমি অধিগ্রহণ হতে উদ্ধৃত/নিলাম হতে প্রাপ্ত ২১.০৩ লক্ষ টাকা আগামী ১৫ দিনের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে।

২২.৭ প্রকল্পটির আওতায় নির্মাণ ব্যতিরেকে মনুমেন্ট তৈরীর নামে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে প্রদানকৃত ১৮.০০ লক্ষ টাকা অনতিবিলম্বে আদায়করতঃ সরকারী কোষাগারে জমা করতে হবে এবং এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২২.৮ প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের পূর্বে কোনক্রমেই ভৌত কাজের পরিধি পরিবর্তন করা যাবে না। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সতর্ক হতে হবে।

২২.৯ অত্র বিভাগের উপর্যুক্ত সুপারিশসমূহের উপর মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি'কে আবশ্যিকভাবে অবহিত করতে হবে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে সহনীয়, ব্যয় সাশ্রয়ী স্থাপনা নির্মাণে গবেষণা ও উদ্ভুদ্ধকরণ (সংশোধিত)

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত : জুন, ২০১৩)

- ০১। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
 ০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট
 ০৩। প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা

০৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের (%))
মূল	সর্বশেষ সংশোধন		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৬.৭০	২১৬.৩৬	২১৬.৩৬	জুলাই'২০১০ হতে জুন'২০১৩	জুলাই'২০১০ হতে জুন'২০১৩	জুলাই'২০১০ হতে জুন'২০১৩	৯.৯৯%	-

০৫। অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি :

প্রকল্পের অনুমোদিত অংগভিত্তিক ব্যয়ের অগ্রগতি পরিশিষ্ট 'ক' তে সংযুক্ত রয়েছে।

০৬। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) : আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে :

- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- ডিপিপি ও আরডিপিপি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ;
- প্রকল্প অফিসের রক্ষিত নথি পর্যালোচনা ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা; এবং
- Evaluation matrix -এর ভিত্তিতে মূল্যায়ন।

০৭। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নাই।

০৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- ভূমিকম্প বলে ইটের দেয়ালযুক্ত আর.সি.সি কাঠামো এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত গবেষণা ;
- বাংলাদেশের পুরনো ভবনের কলাম, বীম, ইটের দেয়ালকে ভূমিকম্প সহনীয় করার জন্য নবায়নের নির্দেশনা পদান ;
- বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাংগন ও বন্যা পীড়িত এলাকাতে দুর্যোগ সহনীয়, পুনঃব্যবহার এবং পতিস্থাপনযোগ্য টেকসই বাড়ি নির্মাণ ও নির্মাণে উদ্ভুদ্ধকরণ ; এবং
- দেশজ নির্মাণ উপকরণ ব্যবহারে সাধারণ জনগণকে উদ্ভুদ্ধকরণ।

০৯। প্রকল্পের সার্বিক ধারণা :

“প্রাকৃতিক দুর্যোগে সহনীয়, ব্যয় সাশ্রয়ী স্থাপনা নির্মাণে গবেষণা ও উদ্ভুদ্ধকরণ” প্রকল্পের অধীনে দু'টি ভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয় যার একটি প্রকল্পের Part-A: "Experiment on infilled frame structures against earthquake load (ভূমিকম্প বলে ইটের দেয়ালযুক্ত আর সি সি কাঠামোর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত

গবেষণা)" এবং অপরটি Part-B: "Dissemination of sustainable houses for cyclone, river erosion and flood victims (বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং নদীভাঙ্গন প্রবণ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জন্য দুর্যোগ সহনীয় স্থাপনা নির্মাণে উদ্বুদ্ধকরণ)" ।

প্রকল্পের Part-A : " ভূমিকম্প বলে ইটের দেয়ালযুক্ত আর সি সি কাঠামোর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত গবেষণা" অংশটি একটি মৌলিক গবেষণা যা এইচ বি আর আই এর গবেষণাগারে পরিচালিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কাঠামোর পার্টিশন ওয়াল সমূহ তার নিজস্ব তল বরাবর Shear Force Resistance এবং Diagonal Strut Mechanism এর মাধ্যমে আনুভূমিক বলের বিপরীতে কাঠামোকে টিকে থাকতে সহায়তা করে। পার্টিশন ওয়ালকে যদি আনুভূমিক বলের বিরুদ্ধে কাঠামোর প্রতিক্রিয়াশীল অংশ হিসেবে বিবেচনা করে ভবনের কাঠামোগত নকশা প্রণয়ন করা হয়, তবে বীম/কলামের উপর হিসাবকৃত বলের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় তাদের আয়তন হ্রাস পাবে এবং ফলস্বরূপ ভবনের নির্মাণ খরচের সাশ্রয় হবে। অপরদিকে যে সকল বহুতল ভবনের নীচতলা বা অন্য যে কোন তলায় ইটের পার্টিশন ওয়াল ব্যবহার করা হয় না, সে সব ভবনে আনুভূমিক বল প্রয়োগ করা হলে ইটের পার্টিশন ওয়াল বিহীন তলায় অত্যধিক বলের ড্রামক উৎপন্ন হয় ফলে তলাটি অন্যান্য তলা অপেক্ষা দুর্বল হয়ে পড়ে। ভবনের এ ধরনের তলাকে Soft story/Weak story বলা হয়। সুতরাং ইটের পার্টিশন ওয়াল বহুতল ভবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে পারে বিধায় এইচ বি আর আই এর পরীক্ষাগারে ইটের দেয়াল সমৃদ্ধ কাঠামোর নমুনা তৈরী করে ভূমিকম্প বল প্রয়োগ করে কাঠামো এবং দেয়ালের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা হয়।

প্রকল্পের Part-B : "বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং নদীভাঙ্গন প্রবণ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জন্য দুর্যোগ সহনীয় স্থাপনা নির্মাণে উদ্বুদ্ধকরণ" শীর্ষক গবেষণায় বিভিন্ন দুর্যোগপ্রবণ এলাকার উপযোগী নির্মাণ কৌশল অনুসরণ করে চারটি মডেল স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে যখন কোন এলাকাতো নদী ভাংগন শুরু হয়, তখনই ঐ এলাকার ঘরবাড়ি খুবই অল্প সময়ের মধ্যে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। যদি ঐ সকল এলাকার মানুষের ঘরগুলো সহজে স্থানান্তরযোগ্য হতো তাহলে সেগুলো ভাংগার পূর্বেই অন্যত্র স্থানান্তর সম্ভব হত। এদিক বিবেচনা করে মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলায় পুনঃব্যবহারযোগ্য পি-ফ্যাব্রিকেটেড হাউজ, গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলায় পুনঃপ্রতিস্থাপনযোগ্য পি-ফ্যাব্রিকেটেড হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। সমুদ্রবর্তী এলাকা সাতক্ষীরাতে একটি স্টিল্ট হাউজ (Stilt House) তৈরী করা হয়। আর বন্যা কবলিত এলাকা শরীয়তপুরে একটি ভাসমান আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়, যা শুষ্ক মৌসুমে প্রাইমারী স্কুল হিসাবে এবং বন্যার সময় আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে।

১০। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্পের পুরো মেয়াদে জনাব মো: আবদুল ওয়াহেদ, সিনিয়র রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার, খন্দকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

১১। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :

- ভূমিকম্প বলে ইটের দেয়ালযুক্ত আরসিসি কাঠামোর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনা ;
- বন্যা, ঘূর্ণিঝড় তথা দুর্যোগপ্রবণ এলাকার উপযোগী নির্মাণ কৌশল অনুসরণ করে মডেল হাউজ প্রবর্তন ;
- দেশজ নির্মাণ উপকরণ ব্যবহারে সাধারণ জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ; এবং
- মেশিনারী ইকুইপমেন্ট সংগ্রহকরণ ।

১২। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি :

প্রকল্পটির মোট অনুমোদিত ব্যয় ২১৬.৩৬ লক্ষ টাকা। পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ২১৬.৩৬ লক্ষ টাকা (১০০%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৩। আর্থিক বরাদ্দ ও ব্যয় বিশ্লেষণ :

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				টাকা অবমুক্তি	আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	নিজস্ব	ভৌত%		মোট	টাকা	নিজস্ব	ভৌত%
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
২০১০-১১	৫২.০০	৫২.০০	-	৭৯.৯২	৫২.০০	৪১.৫৫	৪১.৫৫	-	১০০
২০১১-১২	১২৩.০০	১২৩.০০	-	৯৮.২৯	১২৩.০০	১২০.৯০	১২০.৯০	-	১০০
২০১২-১৩	৫৩.৯১	৫৩.৯১	-	১০০	৫৩.৯১	৫৩.৯১	৫৩.৯১	-	১০০
মোট :	২২৮.৯১	২২৮.৯১	-	১০০	২২৮.৯১	২১৬.৩৬	২১৬.৩৬	-	১০০

১৪। প্রকল্প পরিদর্শন, পরিদর্শিত এলাকা ও প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ :

গত ০৫ মার্চ, ২০১৫ তারিখে আইএমইডি'র সহকারী পরিচালক (পূর্ত) কর্তৃক ত্র প্রকল্পটি পরিদর্শন করা হয়। এ সময়ে প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত থেকে পরিদর্শনে সহযোগিতা প্রদান করেন।

➤ প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ :

- প্রকল্পের আওতায় ৪.৪২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ল্যাপটপ, কম্পিউটার, প্রিন্টার, ডিজিটাল ক্যামেরাসহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগ্রহকৃত ল্যাপটপ ও কম্পিউটার বর্তমানে হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।



চিত্র (১) : প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহকৃত ল্যাপটপ।



চিত্র (২) : প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহকৃত কম্পিউটার ও প্রিন্টার।

- প্রকল্পের আওতায় ২.৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অফিস ফার্নিচার ক্রয় করা হয়েছে। সংগ্রহকৃত অফিস ফার্নিচারসমূহ বর্তমানে হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।



চিত্র (৩) : প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহকৃত আলমারি।



চিত্র (৪) : প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহকৃত ফাইল কেবিনেট।

- প্রকল্পের আওতায় ২৫.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভূমিকম্প বলে ইটের দেয়ালযুক্ত আর.সি.সি কাঠামো এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত গবেষণা সম্পাদন করার জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। গবেষণার জন্য ক্রয়কৃত এই যন্ত্রপাতির সাহায্যে গবেষণাকর্ম সম্পাদন করা হয়েছে এবং বর্তমানে তা বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য ব্যবহৃত হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালকের নিকট হতে জানা গেছে।



চিত্র (৫) : প্রকল্পের আওতায় গবেষণার জন্য ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি।



চিত্র (৬) : প্রকল্পের আওতায় গবেষণার জন্য ক্রয়কৃত সরঞ্জামাদি।

- প্রকল্পের আওতায় ৫.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এসবিআরআই-এর ওয়ার্কসপ রেনোভেশন ও ইলেকট্রিক ওয়ারিং এর কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। মূলত: ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি স্থাপন ও পরিচালনার জন্য প্রকল্পের অর্থায়নে এই সংস্কার কাজ সম্পাদন করা হয়।



চিত্র (৭) : প্রকল্পের আওতায় সংস্কারকৃত ওয়ার্কশপ।



চিত্র (৮) প্রকল্পের আওতায় সংস্কারকৃত ওয়ার্কশপ রুম।

- প্রকল্পের আওতায় ৭.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলায় পুনঃব্যবহারযোগ্য প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। এ বাড়িটি দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে খুব দ্রুত নির্মাণ উপযোগী। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় ৮.৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলায় পুনঃপ্রতিস্থাপনযোগ্য প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় এ ধরনের বাড়ি তৈরী করা সম্ভব হলে দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে তা পুনঃপ্রতিস্থাপনযোগ্য হবে।



চিত্র (৯) : মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলায় নির্মিত পি-ফ্যাব্রিকেটেড হাউজ (সংগৃহিত)



চিত্র (১০) : গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলায় নির্মিত পুন:প্রতিস্থাপনযোগ্য পি-ফ্যাব্রিকেটেড হাউজ (সংগৃহিত)

- প্রকল্পের আওতায় ১৪.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সাতক্ষিরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় মডেল হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। সাধারণত: বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস প্রবণ এলাকায় এ ধরনের বাড়ি ব্যবহারের উপযোগী মর্মে প্রকল্পের আওতায় নমুনা হিসেবে তা তৈরী করা হয়েছে। এছাড়াও শরিয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলায় ৩৪.৯২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভাসমান বাড়ির নমুনা তৈরী করা হয়েছে। এ বাড়ি শুকনা মৌসুমে স্কুল হিসেবে এবং বন্যা বা জলোচ্ছ্বাস হলে আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।



চিত্র (১১) : সাতক্ষিরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় নির্মিত মডেল হাউজ (সংগৃহিত)।



চিত্র (১২) : শরিয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলায় নির্মিত ভাসমান হাউজ (সংগৃহিত)।

১৫।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :

অনুমোদিত	অর্জিত	আইএমই বিভাগের মন্তব্য
<ul style="list-style-type: none"> ইটের দেয়াল সমৃদ্ধ আর.সি.সি কাঠামোতে ভূমিকম্প বল পয়োগ করে পতিক্রিয়া পরীক্ষা করা। বাংলাদেশের পুরনো ভবনের কলাম, বীম, ইটের দেয়ালকে ভূমিকম্প সহনীয় করার জন্য নবায়নের নির্দেশনা পদান। বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাংগন ও বন্যা পীড়িত এলাকাতে দুর্যোগ সহনীয়, পুনঃব্যবহার এবং পতিস্থাপনযোগ্য টেকসই বাড়ি 	<ul style="list-style-type: none"> ইটের দেয়াল সমৃদ্ধ আর.সি.সি কাঠামোতে ভূমিকম্প বল পয়োগ করে পতিক্রিয়া পরীক্ষা করা হয়েছে। বাংলাদেশের পুরনো ভবনের কলাম, বীম, ইটের দেয়ালকে ভূমিকম্প সহনীয় করার জন্য নবায়নের নির্দেশনা পদান করা হয়েছে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদী ভাংগন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহনীয় 	<p>প্রভাব মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রকৃত উদ্দেশ্যে নিরূপণ করা যাবে।</p>

নির্মাণ ও নির্মাণে উদ্ভুদ্ধকরণ। ▪ দেশজ নির্মাণ উপকরণ ব্যবহারে সাধারণ জনগণকে উদ্ভুদ্ধকরণ।	প্রতিস্থাপনযোগ্য মডেল বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। ▪ দেশজ নির্মাণ উপকরণ ব্যবহারে সাধারণ জনগণকে উদ্ভুদ্ধ করার নিমিত্তে সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।	
---	--	--

১৬।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য :

দরপত্র সংক্রান্ত নথি যাচাইয়ের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পটির আওতায় ক্রয়কৃত কাজ পর্যবেক্ষণ করা। এ ক্ষেত্রে প্রকল্পটির আওতায় একাধিক প্যাকেজ/লট থাকায় Random Selection এর মাধ্যমে কয়েকটি প্যাকেজ/লটের ক্রয় প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা হয় :

১৬.১ লট নং-G1 : এ লটের আওতায় ল্যাপটপ, কম্পিউটার, প্রিন্টার সংগ্রহ করা হয়। ওপেন টেন্ডারিং মেথড (OTM) এর মাধ্যমে এ লটের আওতায় ক্রয় কার্য সম্পাদন করা হয়। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে ২৬.১০.২০১০ তারিখে **দৈনিক সমকাল ও ২৫.১০.২০১০ তারিখে দি নিউ এইজ** পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে ১ জন বহিঃসদস্য উপস্থিত ছিলেন। গত ৩০.১১.২০১০ তারিখে টেন্ডার open করা হয়। গত ০৬.০১.২০১১ তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ২টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে ০২টি প্রতিষ্ঠান রেসপনসিভ/যোগ্য দরদাতা হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রকল্প অফিস হতে গত ০৯.০২.২০১১ তারিখে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স শাহনাজ ইন্টারন্যাশনাল-কে নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। নির্বাচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয় যার মেয়াদ ছিল ১ মাস এবং চুক্তি মূল্য ছিল ৪.৪২ লক্ষ টাকা।

১৬.২ লট নং- G4: এ লটের আওতায় পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়। ওপেন টেন্ডারিং মেথড (OTM) এর মাধ্যমে এ লটের আওতায় ক্রয় কার্য সম্পাদন করা হয়। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে ০৩.০৫.২০১২ তারিখে **দৈনিক সমকাল ও দি ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস** পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে ১ জন বহিঃসদস্য উপস্থিত ছিলেন। গত ২১.০৫.২০১২ তারিখে টেন্ডার open করা হয়। গত ২৮.০৫.২০১২ তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ১টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে ০১টি প্রতিষ্ঠান রেসপনসিভ/যোগ্য দরদাতা হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রকল্প অফিস কর্তৃক গত ০৪.০৬.২০১২ তারিখে একমাত্র দরদাতা স্টার্লিং মাল্টি টেকনোলজি লি:-কে নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। গত ১৭.০৬.২০১২ তারিখে নির্বাচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয় যার মেয়াদ ছিল ১ মাস বছর এবং চুক্তি মূল্য ছিল ২৫.৭৭ লক্ষ টাকা।

১৬.৩ লট নং- G7 : এ লটের আওতায় গবেষণার জন্য রিএ্যাকশন ফ্রেম ও সাইক্লিক লোডিং এর যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়। ওপেন টেন্ডারিং মেথড (OTM) এর মাধ্যমে এ লটের আওতায় ক্রয় কার্য সম্পাদন করা হয়। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে গত ০২.০৪.২০১২ তারিখে **দৈনিক সমকাল ও ০৩.০৪.২০১২ তারিখে দি ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস** পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে ১ জন বহিঃসদস্য উপস্থিত ছিলেন। গত ১৯.০৪.২০১২ তারিখে টেন্ডার open করা হয়। গত ২৯.০৪.২০১২ তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ০২টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে

০২টি প্রতিষ্ঠানই রেসপনসিভ/যোগ্য দরদাতা হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রকল্প অফিস কর্তৃক গত ২০/০৫/২০১২ তারিখে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান হতে খান ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড কোং-কে নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

গত ০৩/০৬/২০১২ তারিখে নির্বাচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয় যার মেয়াদ ছিল ১৩ সপ্তাহ এবং চুক্তি মূল্য ছিল ১২.৫৯ লক্ষ টাকা।

১৬.৪ লট নং-W-03 : এ লটের আওতায় গাইবান্ধাতে প্রি-ফেব্রিকটেড মডেল হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। ওপেন টেন্ডারিং মেথড (OTM) এর মাধ্যমে এ লটের আওতায় ভৌত কাজ সম্পাদন করা হয়। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে গত ০৩.০৫.২০১২ তারিখে দৈনিক সংবাদ **ও দি ফিন্যান্সিয়াল** এক্সপ্রেস পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে ১ জন বহিঃসদস্য উপস্থিত ছিলেন। গত ১৭.০৫.২০১২ তারিখে টেন্ডার open করা হয়। গত ২৪.০৫.২০১২ তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ০১টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে ০১টি প্রতিষ্ঠান রেসপনসিভ/যোগ্য দরদাতা হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রকল্প অফিস কর্তৃক গত ০৩.০৬.২০১২ তারিখে মেসার্স তৃষা এন্টারপ্রাইজ-কে নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। গত ১০.০৬.২০১২ তারিখে নির্বাচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয় যার মেয়াদ ছিল ২৬ সপ্তাহ এবং চুক্তি মূল্য ছিল ২৩.৪০ লক্ষ টাকা।

সামগ্রিক পর্যালোচনা :

- ❖ অধিকাংশ ক্রয় ওপেন টেন্ডারিং মেথডের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে ;
- ❖ টেন্ডার ইভালুয়েশন কমিটিতে বহিঃসদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে ;
- ❖ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি বহল প্রচারিত পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে ; এবং
- ❖ টেন্ডার প্রক্রিয়ায় দরদাতা প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ তুলনামূলক কম ছিল।

১৭। প্রকল্পটির বাস্তবায়নোত্তর প্রভাব (Impact) :

প্রকল্পটির বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত প্রভাবগুলো ফুটে উঠেছে:

- ভূমিকম্প বলে ইটের দেয়ালযুক্ত আর.সি.সি কাঠামো এর পতিক্রিয়া সম্পর্কিত গবেষণা সম্পাদন করা হয়েছে যা স্থাপনা নির্মাণে সহায়ক জ্ঞান হিসেবে প্রয়োগ হতে পারে ; এবং
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় প্রকল্পের আওতায় উত্তাবনকৃত মডেল হাউজ নির্মাণ করা যেতে পারে।

১৮। প্রকল্প বাস্তবায়নের সুফল এর Sustainability :

Sustainability নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর নির্ভর করছে :

- সঠিক ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং;
- গবেষণালব্ধ জ্ঞান সংশ্লিষ্ট পেশাজীবি ও স্থানীয় জনগণের মাঝে প্রচার ; এবং
- প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান।

১৯। পর্যবেক্ষণ/বাস্তবায়ন সমস্যাাদি :

২০.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে গৃহীত ব্যবস্থা : আলোচ্য প্রকল্পের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য ছিল বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং নদীভাঙ্গন প্রবণ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জন্য সহনীয়, পুনঃব্যবহার এবং প্রতিস্থাপনযোগ্য টেকসই বাড়ি নির্মাণ ও নির্মাণে উদ্বুদ্ধকরণ। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ০৪টি উপজেলায় ০৪টি মডেল হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে মডেল হাউজ অনুরূপ বাড়ি উক্ত এলাকাসমূহে নির্মাণ করা হয়েছে কি না এমন প্রশ্ন করা হলে প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন যে, মডেল হাউজের অনুরূপে স্থানীয় জনগণ কর্তৃক কোন বাড়ি অদ্যাবধি নির্মাণ করা হয়নি। তবে খুলনার

দাকোপ উপজেলায় আইলা পরবর্তী সময়ে সিডিএমপি প্রকল্পের আওতায় মডেল হাউজের অনুরূপ ২০০টি বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। বর্ণিতাবস্থায় প্রতীয়মান হয় যে, মডেল হাউজের অনুরূপ বাড়ি নির্মাণে স্থানীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের সফলতা প্রত্যাশিতভাবে অর্জিত হয়নি।

২০.২ ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন না করা : সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত বিধি, ২০০৮ এর ১৬ নং বিধি অনুযায়ী অত্র প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহ ও ক্রয় পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অর্থ বছরের শুরুতে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়নি। পিপিআর এর ১৬ নং বিধিতে উল্লেখ রয়েছে যে, “ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন সকল ক্রয়কারীর জন্য বাধ্যতামূলক হইবে”। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন না করায় পিপিআর এর ১৬ নং বিধির ব্যত্যয় ঘটেছে।

২০.৩ আরডিপিপি’র ক্রয় পরিকল্পনা যথাযথভাবে প্রণয়ন না করা: প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি’র ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিটি প্যাকেজের ক্রয় পদ্ধতিতে একই সাথে OTM ও RFQ ক্রয় প্রক্রিয়ায় কথা উল্লেখ আছে যা বিধি সম্মত নয়। প্রতিটি প্যাকেজের ক্ষেত্রে বিধিনুসারে একটি ক্রয় পদ্ধতি উল্লেখ থাকতে হবে।

২০.৪ অর্থ ছাড় অপেক্ষা অর্থ ব্যয় কম হওয়া : প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয় পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১০-১১ অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে ৫২.০০ লক্ষ টাকা অর্থ ছাড় করা হলেও ব্যয় হয়েছে মাত্র ৪১.৫৫ লক্ষ টাকা। আবার ২০১১-১২ অর্থ বছরে অত্র প্রকল্পের অনুকূলে ১২৩.০০ লক্ষ টাকা অর্থ ছাড় করা হলেও ব্যয় হয়েছে ১২০.৯০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ছাড়কৃত অর্থের শতভাগ ব্যয় করা যায়নি। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি শতভাগ নিশ্চিত করার স্বার্থে ছাড়কৃত সকল অর্থ যথাসময়ের মধ্যে ব্যয় করা সমীচীন ছিল।

২০.৫ পিআইসি ও স্ট্রিয়ারিং কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন না করা: প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রতিমাসে ০১ বার পিআইসি ও স্ট্রিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজনের সংস্থান থাকলেও তা নিয়মিতভাবে সম্পাদন করা হয়নি। প্রকল্পের সুষ্ঠু মনিটরিংয়ের স্বার্থে নিয়মিতভাবে পিআইসি ও স্ট্রিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজনের আবশ্যিকতা ছিল।

২০.৬ পিসিআর প্রেরণে বিলম্ব : প্রকল্পটি সমাপ্ত হয় জুন, ২০১৩ সালে। প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) ০৩ মাসের মধ্যে আইএমইডিতে প্রেরণের বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা বিলম্বে প্রেরণ করা হয়।

২০.৭ এক্সটার্নাল ও ইন্টারনাল অডিট সম্পন্ন হওয়া : প্রাপ্ত পিসিআর ও পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, অত্র প্রকল্পের উপর ০২ বার ইন্টারনাল অডিট ও ০১ বার এক্সটার্নাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে। তবে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন যে, অত্র প্রকল্পের উপরে কোন অডিট আপত্তি নেই।

২০.৮ নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্ত হওয়া : প্রকল্পটি জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয় এবং প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক সমাপ্ত করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করা প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক দিক হিসেবে আইএমইডি’র নিকট প্রতীয়মান হয়।

২০। সুপারিশ/ মতামত :

২০.১ বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং নদীভাঙ্গন প্রবণ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে সহনীয়, পুনঃব্যবহার এবং প্রতিস্থাপনযোগ্য টেকসই বাড়ি নির্মাণে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট-কে জনসচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করতে হবে (অনু: ২০.১) ;

২০.২ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা যথাযথভাবে প্রতিপালনের বিষয়াদি বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় তা নিশ্চিত করবে ; (অনু: ২০.২, অনু: ২০.৩) ;

২০.৩ বছর ওয়ারী অর্থ ছাড় এমনভাবে করতে হবে যাতে শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করা যায়। এতে সামগ্রিকভাবে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়নে অগ্রগতির হার বৃদ্ধি পাবে (অনু: ২০.৪) ;

২০.৪ প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও মনিটরিংয়ের স্বার্থে নিয়মিতভাবে পিআইসি ও স্ট্রিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজনে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে (অনু: ২০.৫) ;

২০.৫ প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে আবশ্যিকভাবে আইএমইডিতে পিসিআর প্রেরণের বিষয়টি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে (অনু: ২০.৬) ;

২০.৬ পিসিআর-এ অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদি নির্ধারিত ছকে যথাযথভাবে প্রদান করতে হবে এবং এ প্রকল্পের উপর কোন অডিট আপত্তি থাকলে তা দ্রুত নিষ্পন্ন করতে হবে (অনু: ২০.৭) ;

২০.৭ মূল অনুমোদিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্ত করার বিষয়ে প্রকল্পের অভিজ্ঞতাকে অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োগ করা যেতে পারে (অনু: ২০.৮) ; এবং

২০.৮ **অনুচ্ছেদ ২১.১ হতে ২১.৭ পর্যন্ত সুপারিশসমূহ** বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থাবলী আগামী ০১ মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ অব বাংলাদেশ (২য় পর্যায়) নির্মাণ (১ম সংশোধিত)

সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত : জুন, ২০১৩)

- ১। নির্বাহী সংস্থা : গণপূর্ত অধিদপ্তর।
- ২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
- ৩। প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা মহানগর হতে ৪০ কিঃমিঃ দূরে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে মেঘনা-গোমতী সেতুর পাদদেশে মুঞ্জিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলা, চর-বাউশিয়া মৌজায় ২৩.৯০ একর জমির উপর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২১২৪.১৬	২২৫০.১৮	২২৩৮.১০	জুলাই'২০০৯ হতে জুন'২০১২	জুলাই'২০০৯ থেকে জুন'২০১৩	জুলাই'২০০৯ থেকে জুন'২০১৩	৫.৩৬%	১ বছর অতিরিক্ত

৫। অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক (%)	বাস্তব পরিমাণ (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	ক) রাজস্ব ব্যয়					-
১)	স্টেশনারী ক্রয়	থোক	০.৫০	থোক	৩.৮৯	-
২)	ড্রাইং ডিজাইন প্রস্তুতকরণ	থোক	১.০০	থোক		৫৯.৯৭
৩)	টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরী ও অন্যান্য ব্যয়	থোক	৩.৫০	থোক	-	-
৪)	আর্কিটেকচারার ড্রাইং প্রিন্টিং ও অন্যান্য	থোক	১.৫০	থোক		-
৫)	মাটি পরীক্ষা	থোক	৫.৫০	থোক	২.৬৬	-
৬)	টিইসি কমিটির জন্য সম্মানী	থোক	০.৭০	থোক	২.১৪	-
৭)	পিআইসি কমিটির জন্য সম্মানী	থোক	০.৯০	থোক	০.৪৯	-
৮)	যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	২.০০	থোক		-
৯)	জ্বালানী ও লুব্রিক্যান্ট	থোক	০.৫০	থোক		-
	উপ-মোট (রাজস্ব)		১৬.১০		১০.৫৭	-
১০)	সাইট উন্নয়ন	ঘঃমিঃ	১৫.৬১	১৪০০০.০০	১৫.৬১	১৪০০০০.০০
১১)	প্রশাসনিক ভবন (বিদ্যমান ১ তলা ভবনের উপর নির্মাণ)	বঃমিঃ	৫৯.৯৭	৩২৫.১৮	৫৯.৯৭	৩২৫.১৮
১২)	একাডেমিক ভবন (বিদ্যমান ১ তলা ভবনের উপর নির্মাণ)	বঃমিঃ	২২৯.১৮	১১৩৪.০০	২২৯.১৮	১১৩৪.০০

ক্রমিক নং	আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংশের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক (%)	বাস্তব পরিমাণ (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১৩)	প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সুট নির্মাণ) ৪ তলা ফাউন্ডেশনসহ ২য় তলা নির্মাণ)	বগমিঃ	১৮১.৩৮	৬৫০.৩১	১৮০.২২	৬৫০.৩১
১৪)	পুরুষ প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ডরমেটরী নির্মাণ (বিদ্যমান ভবনের উপর ২য় ও ৩য় তলা নির্মাণ)	বগমিঃ	৯৯.২১	৬২৭.০০	৯৯.২১	৬২৭.০০
১৫)	মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ডরমেটরী (৫ তলা ফাউন্ডেশনসহ ১ তলা নির্মাণ)	বগমিঃ	১০৪.৯৮	৩১৩.৫০	১০৪.৯৮	৩১৩.৫০
১৬)	৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য ৬০০ বর্গফুট কোয়ার্টার (১০ ইউনিট) (৫ম তলা ভীতের উপর ৫ম তলা ভবন)	বগমিঃ	৯৭.৪৬	৬৩৯.০৫	৯৭.৫৭	৬৩৯.০৫
১৭)	ডাইনিং হল,ক্যাফেটেরিয়া কমনরুম, ইনডোর গেমস ও জিমনেসিয়াম ভবন নির্মাণ (নির্মিত ১ তলা ভবনের উপর ২য়তলা সম্প্রসারণ)	বগমিঃ	৯৫.২২	৬৭৫.২৯	৯৪.৬৬	৬৭৫.২৯
১৮)	মেডিকেল সেন্টার নির্মাণ (৩য় তলা ফাউন্ডেশনসহ ২য় তলা ভবন নির্মাণ)	বগমিঃ	১৪৩.৯৯	৪৩৮.৮৭	১৪৩.৯৯	৪৩৮.৮৭
১৯)	১০০০ বর্গফুট কোয়ার্টার (৩ ইউনিট) নির্মাণ	৩০৬.৫৭ বগমিঃ	৪৭.২১	৩০৬.৫৭	৪৭.২১	৩০৬.৫৭
২০)	৬০০ বর্গফুট কোয়ার্টার (৪ ইউনিট ভবন) (বিদ্যমান ২য়তলা ভবনের উপর ৩য় ও ৪ তলা নির্মাণ)	২৫৫.৬০ বগমিঃ	৩৬.২১	২৫৫.৬০	৩৬.২১	২৫৬.৬০
২১)	১তলা বিশিষ্ট গার্ডশেড/নিরাপত্তা ব্যারাক নির্মাণ	১৩৯.৪৩ বগমিঃ	৩২.৯৬	১৩৯.৪৩	৩২.৯৬	১৩৯.৪৩
২১)	টেনিস কোর্ট নির্মাণ	১টি	১৮.৫৩	১.০০	১৮.৫৩	১.০০
২২)	বাস্কেটবল কোর্ট নির্মাণ	১টি	১০.২৬	১.০০	১০.২৬	১.০০
২৩)	কানেকটিং করিডোর নির্মাণ	৫৫৭.৪১ বগমিঃ	৫৯.৭৩	৫৫৭.৪১	৫৯.৭৩	৫৫৭.৪১
২৪)	বাউন্ডারী ওয়াল ও রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	BW- ১৮৫০.১০ মি RW- ৭৬৮.১০ মি	৩৯০.৯৩	BW- ১৮৫০.১০ মি RW- ৭৬৮.১০ মি	৩৮৬.৩৮	ইউ-১৮৫০.১০ মি জড- ৭৬৮.১০ মি
২৫)	আভ্যঙ্গ সড়ক নির্মাণ	১৯২৩.০৮ বগমিঃ	২৭.১৫	১৯২৩.০৮ বগমিঃ	২৭.১৩	১৯২৩.০৮
২৬)	কার পার্কিং এলাকা নির্মাণ	১০৮৬.৯৩ বগমিঃ	১৮.৯৮	১০৮৬.৯৩ বগমিঃ	১৮.৯৮	১০৮৬.৯৩
২৭)	আরভরিকালচার ও ল্যান্ড স্কেপিং	থোক	১৫.০০	১.০০	১৫.০০	১.০০
২৮)	অভ্যন্তরীণ ড্রেনেজ সিস্টেম	থোক	৬.২৪	১.০০	৬.২৪	১.০০
২৯)	রেস্তুর হাউজ নির্মাণ	২৮৪.৬৫	৮১.৪০	২৮৪.৬৫	৮১.৪০	২৮৪.৬৫

ক্রমিক নং	আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংশের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক (%)	বাস্তব পরিমাণ (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
		বগমিঃ				
৩০)	গ্যারেজ নির্মাণ	১১৪.৭০ বগমিঃ	১৪.৭১	১১৪.৭০	১৪.৭১	১১৪.৭০
৩১)	ব্যাংক ভবন	২১২.৭৫ বগমিঃ	৭৩.৫৯	২১২.৭৫	৭৩.৫৯	২১২.৭৫
৩২)	window Vertical blind	থোক	১০.৫৮	১.০০	১০.৫৮	১.০০
৩৩)	বহিষ্কৃত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা	থোক	৩.৮৬	১.০০	৩.৮৬	১.০০
৩৪)	300 KVA sub. Station সহ বহিষ্কৃত বিদ্যুতায়ন	থোক	৩৫.২৯	১.০০	৩৫.২৯	১.০০
৩৫)	বিদ্যমান মসজিদ সংস্কার	থোক	১৪.৯৯	১.০০	১৪.৯৯	১.০০
৩৬)	ফার্নিচার (ডরমেটরী, অফিস ও অন্যান্য)	২৮৬টি	২৭.৭০	২৮৬.০০	২৭.৭০	২৮৬.০০
৩৭)	টেবিলটেনিস, বিলিয়ার্ড/সুকার বোর্ড	টে-২টি বি/এস-২	৯.৪৩	টিটি-২ বিবি-২	৯.৪৩	টিটি-২ বিবি-২
৩৮)	এয়ারকন্ডিশনার (বিভিন্ন ক্যাপাসিটির মোট ৭৫ টন)	৭৫টন	৪৮.৫৮	৭৫.০০	৪৮.৫৮	৭৫.০০
৩৯)	পিএ সিস্টেম, কনফারেন্স সিস্টেম, সাইন্ড সিস্টেম, ইন্টারকম সিস্টেম)	থোক	২৯.৮০	১.০০	২৯.৮০	১.০০
৪০)	অগ্নি নিরোধক ব্যবস্থা	থোক	০.৯৮	১.০০	০.৯৮	১.০০
৪১)	ক্রোকারিজ সামগ্রী	থোক	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০
৪২)	ট্রেনিং ইকুইপমেন্ট ফর অফিস ও ল্যাবরেটরী	থোক	৩৪.০৭	১.০০	৩৪.০৭	১.০০
৪৩)	ডিজেল জেনারেটর (২০০ কেভিএ)	১টি	৫৩.০৮	১.০০	৫৩.০৮	১.০০
৪৪)	লিফট (৬৩০ কেজি, ৮- প্যাসেঞ্জারস, ৪-স্টপ)	২টি	৪৮.০৮	২.০০	৪৮.০৮	২.০০
৪৫)	গাড়ী (কার) ক্রয়	১টি	২৫.৯৬	১.০০	২৫.৯৬	১.০০
৪৬)	কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী	৩০ সেট	২১.০৮	৩০.০০	২১.০৮	৩০.০০
৪৭)	বই- পুস্তক	থোক	৫.০০	১.০০	৫.০০	১.০০
৪৮)	প্রাইজ এক্সক্যালেশন	থোক	৪.৭০	১.০০	৪.৭০	১.০০
	মোট :	-	২২৫০.১৮	-	২২৩৮.৪৭	-

(পিসিআর বহির্ভূতভাবে প্রাপ্ত তথ্য)

০৬। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)** : আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে :

- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- আরডিপিপি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ;
- প্রকল্প অফিসের রক্ষিত নথি পর্যালোচনা ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;
- প্রকল্প এলাকার উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা ; এবং

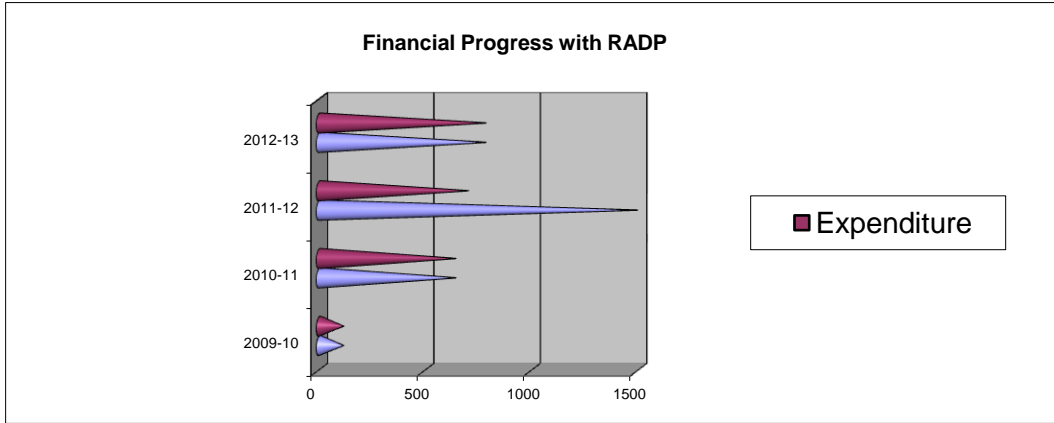
□ Evaluation matrix -এর ভিত্তিতে মূল্যায়ন।

- ০৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পের আওতায় সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
- ০৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**
- (ক) ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ প্রতিষ্ঠা তথা অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকৌশলী ও পেশাজীবীদের মান ও দক্ষতা উন্নয়ন করা ;
- (খ) এই উদ্দেশ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ এর ১ম পর্যায়ের যে সমস্ত কাজ অসমাপ্ত রয়েছে তা অত্র প্রকল্পের আওতায় সমাপ্তকরণ।
- ০৯। **প্রকল্পের পটভূমিঃ**
- বিশ্বায়নের যুগে পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সাথে সংগতি রেখে যুগোপযোগী ও আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। এই লক্ষ্যে প্রকৌশলী ও পেশাজীবীদের উন্নতর পেশাগত প্রশিক্ষণের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ স্থাপনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। ১ম পর্যায়ে ১০৯২.৮০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি জুলাই, ২০০৩ হতে জুন, ২০০৬ মেয়াদে অনুমোদিত হয়। নির্মিত ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য ২য় পর্যায়ে ২১২৪.১৬ লক্ষ টাকার প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য জানুয়ারী, ২০১০ এ এই প্রকল্পের অনুমোদন লাভ করে। পরবর্তীতে প্রকল্প ব্যয় ২২৫০.৩৮ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে প্রকল্পটি ১ম সংশোধন অনুমোদন করা হয়; যার মেয়াদ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল।
- ১০। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**
- প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালীন সময়ে ০২ (দুই) জন প্রকৌশলী প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। নিম্নে প্রকল্প পরিচালকের তথ্য দেয়া হ'ল :
- | ক্রমিক নং | প্রকল্প পরিচালকের নাম | পদবী | খন্ডকালীন/পূর্ণকালীন | সময়কাল |
|-----------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| ০১। | মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম | তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী | খন্ডকালীন | ১৬.০৯.২০০৯ হতে ০৩.১১.২০১১ পর্যন্ত |
| ০২। | মোহাম্মদ জিয়াউল হাফিস | তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী | খন্ডকালীন | ০৩.১১.২০১১ হতে ৩০.০৬.২০১৩ পর্যন্ত |
- ১১। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**
- ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে প্রশাসনিক ভবনের উদ্বন্ধমুখী সম্প্রসারণ, একাডেমিক ভবনের উদ্বন্ধমুখী সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য স্যুট নির্মাণ, পুরুষ প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ডরমেটরী নির্মাণ, মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ডরমেটরী নির্মাণ, ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য ৬০০ বর্গফুটের কোয়ার্টার নির্মাণ, মেডিকেল সেন্টার নির্মাণ, টেনিস ও বাল্কেট বল মাট নির্মাণের মাধ্যমে প্রকৌশলী ও পেশাজীবীদের মান ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ক্রমাগত প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ১২। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ**
- প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২২৫০.১৮ লক্ষ টাকা। পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ২২৩৮.১০ লক্ষ টাকা।

১৩। আর্থিক বরাদ্দ ও ব্যয় বিশ্লেষণ :

অর্থ বছর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লও য়মাত্রা				টাকা অবমুক্তি	আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	ভৌত		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	ভৌত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০০৯-১০	১১৪.০০	১১৪.০০	-	৫.০০%	১১৪.০০	১১৪.০০	১১৪.০০	-	৫.০০%
২০১০-১১	৬৪২.০০	৬৪২.০০	-	২৮.৬০%	৬৪২.০০	৬৪২.০০	৬৪২.০০	-	২৮.৬০%
২০১১-১২	১৪৯৪.১৮	১৪৯৪.১৮	-	৬৬.৪০%	৬৯৯.৬৩	৬৯৯.৬৩	৬৯৯.৬৩	-	৩১.৩০%
২০১২-১৩	-	-	-	-	৭৮২.৪৭	৭৮২.৪৭	৭৮২.৪৭	-	৩৫.০০%
মোট :	২২৫০.১৮	২২৫০.১৮	-	১০০%	২২৩৮.১০	২২৩৮.১০	২২৩৮.১০	-	১০০%

- বছরওয়ারী আরএডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র : প্রকল্পটির অর্থ বরাদ্দ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ বছরের অধিক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে আরএডিপিতে ১৪৯৪.১৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও অর্থ অবমুক্তি করা হয়েছে মাত্র ৬৯৯.৬৩ লক্ষ টাকা।



১৪। প্রকল্প পরিদর্শন, পরিদর্শিত এলাকা ও প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ :

গত ১৩ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে প্রকল্পটির আওতায় মুঞ্জিগঞ্জের গজারিয়ায় ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ ক্যাম্পাসে নির্মিত ডরমেটরি বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার, প্রশাসনিক ভবনের উদ্বোধনী সম্প্রসারণ, একাডেমী ভবনের উদ্বোধনী সম্প্রসারণ, বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ, টেনিস ও বাস্কেট বল গ্রাউন্ড নির্মাণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়।

১৪.১. প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ :

- প্রকল্পটির আওতায় ১৮.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয় সিসি ফ্লোরের কার পার্কিং নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ও ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ কর্তৃপক্ষ জানান যে, অত্র কলেজের কর্মকর্তা ও আগত প্রশিক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত গাড়ি এই পার্কিং এরিয়ায় অবস্থান করে।



- প্রকল্পটির আওতায় কলেজের স্টাফ ও আগত প্রশিক্ষার্থীদের শরীর চর্চার সুবিধার্থে ১০.২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্কেট বল কোর্ট নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, এই বাস্কেট বল কোর্ট সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। প্রশিক্ষার্থীরা জানান যে, এই কোর্ট খেলার জন্য ব্যবহার করা হয় না। পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয় যে, কোর্টের ফ্লোরে কোন কোটিং না দেওয়ার ফলে এটি বাস্কেট বল খেলার উপযোগী নয়।



- প্রকল্পটির আওতায় প্রশিক্ষার্থীদের কম্পিউটার ল্যাব সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ২১.০৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩০টি কম্পিউটার ক্রয় করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ কর্তৃপক্ষ জানান যে, কম্পিউটারগুলো সচল রয়েছে এবং প্রশিক্ষার্থীরা নিয়মিতভাবে এগুলো ব্যবহার করে উপকৃত হচ্ছে।



চিত্র (৫) : সংগৃহীত কম্পিউটারের মনিটর।



চিত্র (৬) : সংগৃহীত কম্পিউটারের সিপিইউ ও আইপিএস।

- প্রকল্পটির আওতায় ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজের একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এখাতে ২২৯.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, নির্মিত ভবনের দেয়াল এর প্লাস্টার ও পেইন্ট অনেক জায়গায় উঠে গেছে। এছাড়াও, ছাদের বীম বরাবর ফাটল পরিলক্ষিত হয়। এ ফাটল দিয়ে বর্ষা মৌসুমে পানি চুষে পড়ে যা নিম্নমানের কাজের সাক্ষ্য বহন করে।



চিত্র (৭) : নিম্নমানের প্লাস্টারের নমুনা।



চিত্র (৮) : ছাদের বীমে ফাটলের নমুনা।

- প্রকল্পটির আওতায় একাডেমিক ভবনের ছাদে পানির সংযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ফুড গ্রেডেড পানির ট্যাংক স্থাপনা করা হয়েছে। পানির ট্যাংকগুলো আলাদা কোন সিসি ব্লকের উপর স্থাপন না করার ফলে এবং পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় পানি জমে ছাদে ক্ষতি হচ্ছে। নিম্নমানের পাইপ ব্যবহার করায় তা লিক করে ছাদে পানি জমা হচ্ছে।



চিত্র (৯) : সরাসরি ছাদের উপর স্থাপিত পানির ট্যাংক।



চিত্র (১০) : নিম্নমানের পাইপ ব্যবহারের নমুনা।

- প্রকল্পটির আওতায় একাডেমিক ভবনে স্থাপিত দরজায় সিজনবিহীন কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। এছাড়াও দরজায় অত্যন্ত নিম্নমানের হাতল লাগানো হয়েছে যাতে ইতোমধ্যে মরিচা পড়েছে।

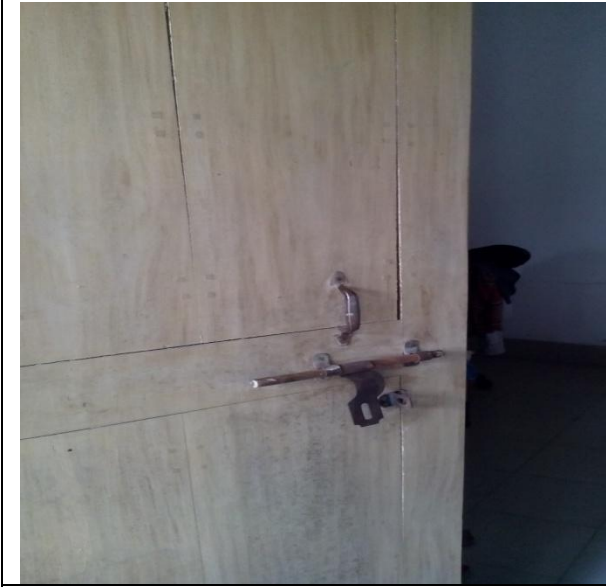


চিত্র (১১) : মরিচাপড়া হাতলের নমুনা।



চিত্র (১২) : সিজনবিহীন কাঠের নমুনা।

- প্রকল্পটির আওতায় মহিলা প্রশিক্ষার্থীদের জন্য ১ তলা বিশিষ্ট ডরমেটরী ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এখাতে ১০৪.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয় যে, প্রশিক্ষার্থীদের জন্য স্থাপিত ভবনের রুমগুলো ২ জন প্রশিক্ষার্থী বসবাসের জন্য আয়তনের তুলনামূলক ছোট। রুমের পিছনের বারান্দার আয়তন অত্যন্ত কম। ডরমেটরী ভবনের দরজায় সিজনবিহীন নিম্নমানের কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। ইতোমধ্যে কাঠের জোড়ায় ফাকা হয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও দরজায় নিম্নমানের হাতল ব্যবহার করা হয়েছে যাতে মরিচা পড়েছে। ভবনের পিছন দিকে বাথরুম বরাবর ফাটল পরিলক্ষিত হয় যা নিম্নমানের কাজের স্বাক্ষর বহন করে। প্রশিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন যে, বাথরুমের ফিটিংসগুলো মানসম্মত না হওয়ায় তা প্রায়শ ক্ষেত্রেই ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে।



চিত্র (১৩) : সিজনবিহীন কাঠ ব্যবহার ও মরিচাপড়া হাতলের নমুনা।



চিত্র (১৪) : ভবনের পিছন দিকে বাথরুম বরাবর ফাটলের নমুনা।

- প্রকল্পটির আওতায় ৫৯.৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কানেকটিং করিডোর নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয় যে, কানেকটিং করিডোরের এলাইনমেন্ট সরল রেখায় না হয়ে বক্রাকৃতির হয়েছে। বাস্তবায়নকারী সংস্থার সঠিক মনিটরিং থাকলে এ বিষয়গুলো সঠিকভাবে সম্পাদন করা সম্ভব ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়।



চিত্র (১৫) : নির্মিত করিডোরের দৃশ্য।



চিত্র (১৬) : করিডোরের বক্রাকৃতির এলাইনমেন্টের নমুনা।

- প্রকল্পটির আওতায় ১৮.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০১ টি টেনিস কোর্ট নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, নির্মিত টেনিস কোর্টে সিসি ঢালাই দেয়া হলেও এর উপরে কোন কোটিং দেয়া হয়নি। টেনিস কোর্টের বেটনীতে নিম্নমানের সিআই পাইপ ও নেট ব্যবহার করা হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজে স্থাপিত এই টেনিস কোর্টটি অদ্যাবধি অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে।



চিত্র (১৭) : কোটিংবিহীন টেনিস কোর্টের নমুনা।



চিত্র (১৮) : নিম্নমানের পাইপ ও নেটের নমুনা।

- প্রকল্পটির আওতায় ৭৩.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০১টি বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে যা ব্যাংক ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার কথা। ০১ বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হলেও এ বিল্ডিংটি অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ১৪৩.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দ্বি-তলা বিশিষ্ট মেডিকেল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ০১ বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হলেও এ বিল্ডিংটি অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। প্রয়োজনীয় জনবল ও যন্ত্রপাতির অভাবে মেডিকেল সেন্টারটি চালু করা হয়নি। জনবল ও যন্ত্রপাতির সংস্থান ব্যতিরেকে শুধুমাত্র বিল্ডিং নির্মাণ করা যৌক্তিক নয়।



চিত্র (১৯) : নির্মিত ব্যাংক বিল্ডিং।



চিত্র (২০): নির্মিত মেডিকেল সেন্টার।

১৪.২. ভৌত কাজে ব্যবহৃত উপকরণাদি :

অত্র প্রকল্পের আওতায় ২৫টির অধিক প্যাকেজে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের ভৌত নির্মাণ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। ভৌত নির্মাণ কাজে কি ধরনের নির্মাণ উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে তা পর্যালোচনার জন্য প্রকল্প অফিসকে ল্যাব টেস্টের রিপোর্টসমূহ সরবরাহ করার অনুরোধ জানানো হলে, প্রকল্প অফিস হতে অত্র প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ উপকরণের সকল টেস্ট রিপোর্ট সরবরাহ করা হয়। টেস্ট রিপোর্টসমূহ পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, প্যাকেজসমূহের আওতায় যে নির্মাণ উপকরণাদি ব্যবহার করা হয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপকরণাদির ল্যাবরেটরি টেস্ট সম্পাদন করা হয়নি। ল্যাবরেটরি টেস্ট ব্যতিরেকে নির্মাণ উপকরণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা সমীচীন হয়নি। পরিদর্শনকালে নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহারের প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়।

১৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :

পরিকল্পিত	অর্জিত	অত্র বিভাগের মন্তব্য
ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ প্রতিষ্ঠা তথা অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকৌশলী ও পেশাজীবীদের মান ও দক্ষতা উন্নয়ন করা।	প্রকল্পটির আওতায় প্রকৌশলী ও পেশাজীবীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মান উন্নয়নের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।	আপাতদৃষ্টিতে স্বল্প মেয়াদে উদ্দেশ্য অর্জিত হলেও প্রভাব মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রকৃত উদ্দেশ্যে নিরূপণ করা যাবে।

১৬। প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য:

দরপত্র সংক্রান্ত নথি যাচাইয়ের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পটির আওতায় ক্রয়কৃত কাজটি পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণে হয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা। এ ক্ষেত্রে প্রকল্পটির আওতায় একাধিক প্যাকেজ/লট থাকায় Random Selection এর মাধ্যমে কয়েকটি প্যাকেজ/লটের ক্রয় প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা হয়।

প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত দলিলাদি পরীক্ষান্তে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি পরিলক্ষিত হয়:

১৬.১ প্যাকেজ/ লট নং-GD:11 এ ওপেন টেন্ডারিং মেথড (OTM) এর মাধ্যমে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজের স্থাপিত ল্যাব এর জন্য ৩০ সেট কম্পিউটার ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এর কাজ করা হয়েছে। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে ১৫.০২.২০১১ তারিখে ‘দৈনিক মানবজমিন’, ‘The New Age’ পত্রিকায় পিপিআরের ৯০ ধারা অনুযায়ী ‘yÖটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। TEC-এ উপস্থিত সদস্যগণের মধ্যে ২ জন বহিঃসদস্য উপস্থিত ছিলেন। টেন্ডার জমা দেয়ার জন্য কেবলমাত্র মতিঝিল নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস নির্ধারিত ছিল। গত ০৩/০৩/২০১১ তারিখে টেন্ডার open করা হয়। দরপত্র মল্যায়ন শেষে ২৪.০৩.২০১১ তারিখে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হাইটেক সিস্টেমস কে পার্সেস ওর্ডার/ নোটিফিকেশন অব গ্র্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। একই তারিখে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয় যার মেয়াদ ছিল ৭ দিন এবং চুক্তি মল্য ছিল ২১০৮৩১.০০ টাকা। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট নথিতে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত Performance Guarantee পাওয়া যায়নি।

১৬.২ প্যাকেজ/ লট নং-WD:02 এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে ওপেন টেন্ডারিং মেথড (OTM) এর মাধ্যমে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজের প্রশাসনিক ভবনের উচ্চমুখী সম্প্রসারণের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের জন্য গত ২৮.০৩.২০১০ তারিখে ‘দৈনিক যুগান্ত’ ও ‘The Financial Express’ পত্রিকায় টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। টেন্ডার জমা দেয়ার জন্য কেবলমাত্র মতিঝিল নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস নির্ধারিত ছিল। গত ১৩.০৪.২০১০ তারিখে টেন্ডার open করা হয়। দরপত্র মল্যায়ন কমিটিতে বহিঃসদস্য হিসেবে সড়ক বিভাগ, স্থাপত্য অধিদপ্তর ও আইইবি’র প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। দরপত্র মল্যায়ন শেষে ৪টি প্রতিষ্ঠানকে রেসপনসিভ বিবেচনা করা হয় এবং সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কর্নসোলটিয়ামকে চূড়ান্ত করা হয়। ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান হতে নির্বাচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে গত ১০.০৬.২০১০ তারিখে ওয়ার্ক অর্ডার প্রদান করা হয়। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ০৯.০৬.২০১০ তারিখে ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করা হয়। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে ৫২.১৮ লক্ষ টাকা চুক্তি মল্যে ১২ মাস মেয়াদে বর্ণিত নির্মাণ কাজের জন্য চুক্তি সম্পাদন করা হয়। পরবর্তীতে ভেরিয়েশন অর্ডারের মাধ্যমে চুক্তি মল্য বৃদ্ধি করে ৬০.২২ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়। ভেরিয়েশন অর্ডার গত ৩১.০৫.২০১২ তারিখে অনুমোদন করা হয়। কাজটি সম্পাদন হতে চুক্তিতে নির্ধারিত সময় অপেক্ষা অধিক সময় ব্যয় করা হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে ভৌত কাজের জন্য ৫৬.২১ লক্ষ টাকা ও ইলেকট্রনিক কাজের জন্য ৩.৭৬ লক্ষ টাকা সহ সর্বমোট ৫৯.৯৭ লক্ষ টাকা চূড়ান্ত বিল প্রদান করা হয়েছে।

১৬.৩ প্যাকেজ/ লট নং-WD:06 এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে ওপেন টেন্ডারিং মেথড (OTM) এর মাধ্যমে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজের ৫-তলা ভিত্তিসহ ১-তলা বিশিষ্ট মহিলা প্রশিক্ষার্থীদের জন্য ডরমেটরী ভবন নির্মাণের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের জন্য গত ২৮.০৩.২০১০ তারিখে ‘দৈনিক যুগান্ত’ ও ‘The Financial Express’ পত্রিকায় টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। টেন্ডার জমা দেয়ার জন্য কেবলমাত্র মতিঝিল নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস নির্ধারিত ছিল। গত ১৩.০৪.২০১০ তারিখে টেন্ডার open করা হয়। দরপত্র মল্যায়ন কমিটিতে বহিঃসদস্য হিসেবে সড়ক বিভাগ, স্থাপত্য অধিদপ্তর ও আইইবি’র প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ৫টি প্রতিষ্ঠান দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। দরপত্র মল্যায়ন শেষে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পদ্মা কনস্ট্রাকশন-কে চূড়ান্ত করা হয়। ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান হতে নির্বাচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে গত ১০.০৬.২০১০ তারিখে ওয়ার্ক অর্ডার প্রদান করা হয়। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ০৯.০৬.২০১০ তারিখে ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করা হয়। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে ১০৩.৩৭ লক্ষ টাকা চুক্তি মল্যে ১২ মাস মেয়াদে বর্ণিত নির্মাণ কাজের জন্য চুক্তি সম্পাদন করা হয়। পরবর্তীতে ভেরিয়েশন ওর্ডারের মাধ্যমে চুক্তি মল্য বৃদ্ধি করে ১০৪.৯৮ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়। ভেরিয়েশন অর্ডার গত ১৯.০৬.২০১২ তারিখে অনুমোদন করা হয়। কাজটি সম্পাদন হতে চুক্তিতে নির্ধারিত সময় অপেক্ষা অধিক সময় ব্যয় করা হয়েছে।

১৬.৪ প্যাকেজ/ লট নং-WD:09 এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে ওপেন টেন্ডারিং মেথড (OTM) এর মাধ্যমে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজে ২-তলা বিশিষ্ট মেডিকেল ভবন নির্মাণ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের জন্য গত ১৩.০৩.২০১১ তারিখে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। টেন্ডার জমা দেয়ার জন্য কেবলমাত্র মতিঝিল নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস নির্ধারিত ছিল। গত ০৭.০৪.২০১১ তারিখে টেন্ডার open করা হয়। দরপত্র মল্যায়ন কমিটিতে বহিঃসদস্য হিসেবে সড়ক বিভাগ, স্থাপত্য অধিদপ্তর ও আইইবি'র প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ৩টি প্রতিষ্ঠান দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। দরপত্র মল্যায়ন শেষে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পদ্মা কনস্ট্রাকশনকে চূড়ান্ত করা হয়। ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান হতে গত ০৬.০৭.২০১১ তারিখে নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড জারি করা হয়। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২০.০৭.২০১১ তারিখে ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করা হয়। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে ১১৯.০৯ লক্ষ টাকা চুক্তি মূল্যে ০৮ মাস মেয়াদে বর্ণিত নির্মাণ কাজের জন্য চুক্তি সম্পাদন করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি বাতিল করা হয়। কিন্তু ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের কাছ হতে কোন জরিমানা আরোপ/আদায় করা হয়নি। অবশিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য মেসার্স রফিক কনস্ট্রাকশনকে (OTM) প্রক্রিয়ায় নিয়োগ করা হয় যা চুক্তি মূল্য ছিল ১১৭.১২ লক্ষ টাকা এবং কার্য সম্পাদনের সময় ছিল ১৩০ দিন। কার্য সম্পাদনের সময়সীমা আইএমইডি'র নিকট অস্বাভাবিক মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৬.৫ প্যাকেজ/ লট নং-WD:23 এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে ওপেন টেন্ডারিং মেথড (OTM) এর মাধ্যমে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজে ১-তলা বিশিষ্ট ব্যাংক ভবন নির্মাণ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের জন্য গত ১৩.০৩.২০১১ তারিখে 'দৈনিক মানবজমিন' ও 'The New Age' পত্রিকায় টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। টেন্ডার জমা দেয়ার জন্য কেবলমাত্র মতিঝিল নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস নির্ধারিত ছিল। গত ০৭.০৪.২০১১ তারিখে টেন্ডার open করা হয়। দরপত্র মল্যায়ন কমিটিতে বহিঃসদস্য হিসেবে সড়ক বিভাগ, স্থাপত্য অধিদপ্তর ও আইইবি'র প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ৩টি প্রতিষ্ঠান দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। দরপত্র মল্যায়ন শেষে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্মাণশৈলী কনসালটেন্টকে চূড়ান্ত করা হয়। ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান হতে গত ২৮.০৭.২০১১ তারিখে নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড জারি করা হয়। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ১০.০৮.২০১১ তারিখে ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করা হয়। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে ৬৩.৮০ লক্ষ টাকা চুক্তি মূল্যে ০৮ মাস মেয়াদে বর্ণিত নির্মাণ কাজের জন্য চুক্তি সম্পাদন করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি বাতিল করা হয়। কিন্তু ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের কাছ হতে কোন জরিমানা আরোপ/আদায় করা হয়নি। অবশিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য পিআরলেস ভেনচার লিমিটেড-কে (OTM) প্রক্রিয়ায় নিয়োগ করা হয় যার চুক্তি মূল্য ছিল ৫৫.২৭ লক্ষ টাকা এবং কার্য সম্পাদনের সময় ছিল ১০০ দিন। কার্য সম্পাদনের সময়সীমা আইএমইডি'র নিকট অস্বাভাবিক মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৬.৬ প্যাকেজ/ লট নং-WD:04 এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে ওপেন টেন্ডারিং মেথড (OTM) এর মাধ্যমে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজে ২-তলা বিশিষ্ট বিশেষ শ্রেণীর স্যুট ভবন নির্মাণ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের জন্য গত ১৭.০১.২০১১ তারিখে 'দৈনিক মানবজমিন' ও 'The New Age' পত্রিকায় টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। টেন্ডার জমা দেয়ার জন্য কেবলমাত্র মতিঝিল নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস নির্ধারিত ছিল। গত ১০.০২.২০১১ তারিখে টেন্ডার open করা হয়। দরপত্র মল্যায়ন শেষে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কনস্ট্রাকশন নামক প্রতিষ্ঠানকে চূড়ান্ত করা হয়। ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান হতে গত ১৫.০৩.২০১১ তারিখে নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড জারি করা হয়। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২৭.০৩.২০১১ তারিখে ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করা হয়। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে ১৫৬.২৫ লক্ষ টাকা চুক্তি মূল্যে ০৮ মাস মেয়াদে বর্ণিত নির্মাণ কাজের জন্য চুক্তি সম্পাদন করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি বাতিল করা হয়। কিন্তু ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের কাছ হতে কোন জরিমানা আরোপ/আদায় করা হয়নি। অবশিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য মেসার্স কাজল এন্টারপ্রাইজ-কে LTM প্রক্রিয়ায় নিয়োগ করা হয় এবং চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় গত ০৯.০৫.২০১৩ তারিখে এবং কার্য সম্পাদনের সময় ছিল ৫২ দিন। কার্য সম্পাদনের সময়সীমা আইএমইডি'র নিকট অস্বাভাবিক মর্মে প্রতীয়মান হয়।

□ সামগ্রিক পর্যালোচনা :

- ❖ সমজাতীয় কাজের ক্ষেত্রে (যেমন: বাস্কেট বল ও টেনিস কোর্ট নির্মাণ, ভবনসমূহের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ) ছোট ছোট একাধিক প্যাকেজে বিভক্ত করা হয়েছে।
- ❖ GD-11 প্যাকেজের ক্ষেত্রে একই তারিখে ওয়ার্ক অর্ডার ও ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে পারফরমেন্স গ্যারান্টির কোন ডকুমেন্ট সংশ্লিষ্ট নথিতে পাওয়া যায়নি।
- ❖ কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে মূল চুক্তি অপেক্ষা অধিক সময় ব্যয় করা হয়েছে।
- ❖ ভৌত কাজের কয়েকটি চুক্তি বাতিল করা হলেও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান হতে কোন ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়নি।
- ❖ WD-4, WD-9, WD-23 প্যাকেজের ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনের সময়সীমা অস্বাভাবিক মর্মে প্রতীয়মান হয়।
- ❖ চুক্তি বাতিলকরত: নতুন ঠিকাদার নিয়োগের ফলে কার্য সম্পাদনে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৭। প্রকল্প মূল্যায়ন **Evaluation matrix** এর ভিত্তিতে মূল্যায়ন :

Evaluation Criteria	মূল্যায়নের জন্য মূল প্রশ্ন	তথ্যের উৎস	Respondent Group	মন্তব্য
যৌক্তিকতা (Rationality)	প্রকল্পটি কিভাবে মানব সম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে?	প্রাথমিক	আগত প্রশিক্ষণার্থীগণ ও কর্মকর্তাবৃন্দ	Interview এবং observation technique ব্যবহার করা হয়েছে।
প্রভাব (Impact)	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর কি ধরনের পরিবর্তন দৃশ্যমান হয়েছে?	প্রাথমিক	কলেজ কর্তৃপক্ষ	Interview এবং observation technique ব্যবহার করা হয়েছে।
স্থায়িত্ব (Sustainability)	কোন কোন বিষয়গুলোর উপর প্রকল্পটির সুফল নির্ভর করে? এ বিষয়ে আপনার মতামত বলুন।	প্রাথমিক	কলেজ কর্তৃপক্ষ ও প্রশিক্ষণার্থীগণ	Interview এবং observation technique ব্যবহার করা হয়েছে।

১৭.১। প্রকল্পটি গ্রহণের যৌক্তিকতা (**Rationality of the project**):

অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গৃহীত প্রকল্পটি সমন্বয়যোগ্য ও যৌক্তিক।

১৭.২। প্রকল্পটির বাস্তবায়নোত্তর প্রভাব (**Impact**) : প্রকল্পটির বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত প্রভাবগুলো ফুটে উঠেছে:

- প্রশিক্ষণার্থীদের আধুনিক ক্লাস রুমের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে;
- প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসনের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে;
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্ম পরিবেশ উন্নত হয়েছে;
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে;
- অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির সুযোগ তৈরী হয়েছে;
- অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা প্রাপ্তির সুযোগ তৈরী হয়েছে।

১৭.৩। প্রকল্পটির বাস্তবায়নের সুফল এর **Sustainability** :

Sustainability নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর নির্ভর করে :

- সঠিক ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং;
- বার্ষিক অপারেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স বাজেটের যথাপোযুক্ত ব্যয়;
- সর্বোপরি কাজের মান ও স্থায়িত্ব।

১৮। পর্যবেক্ষণ/বাস্তবায়ন সমস্যাদি:

১৮.১ মূল ডিপিপি অপেক্ষা ব্যয় ও সময় বৃদ্ধি পাওয়া : প্রকল্পের মূল ডিপিপি জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত ২১২৪.১৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত থাকলেও পরবর্তীতে সংশোধনের মাধ্যমে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি করে ২২৫০.১৮ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে সময় জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রকল্পের ব্যয় মূল প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা ৫.৩৬% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাস্তবায়নকাল অতিরিক্ত ০১ বছর বেশী ব্যয় করা হয়েছে।

১৮.২ আরডিপিপি'র আন্তর্জাতিক সমন্বয়ে জটিলতা : প্রকল্পটির মেয়াদ ৩০ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। প্রকল্পটির আন্তর্জাতিক সমন্বয়ের অনুমোদন জারি করা হয় গত ৩০ জুন, ২০১৩ তারিখে। প্রকল্পটির মেয়াদের শেষ দিনে আন্তর্জাতিক সমন্বয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এক্ষেত্রে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, অনুমোদনের পূর্বেই খাতওয়ারী ব্যয়ের কম-বেশি করা হয়েছে যা পরিকল্পনা শৃঙ্খলার পরিপন্থী।

১৮.৩ নিম্নমানের কাজ : প্রকল্পটির আওতায় ২০টির অধিক প্যাকেজে বিভিন্ন ধরনের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। প্যাকেজসমূহের আওতায় যে নির্মাণ উপকরণাদি ব্যবহার করা হয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপকরণাদির ল্যাবরেটরি টেস্ট সম্পাদন করা হয়নি। পরিদর্শনকালে নিম্নমানের কাজের নমুনা চিত্র আকারে প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৮.৪ ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন না করা : সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত বিধি, ২০০৮ এর ১৬ নং বিধি অনুযায়ী অত্র প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহ ও ক্রয় পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অর্থ বছরের শুরুতে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়নি। পিপিআর এর ১৬ নং বিধিতে উল্লেখ রয়েছে যে, “ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন সকল ক্রয়কারীর জন্য বাধ্যতামূলক হইবে”। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন না করায় পিপিআর এর ১৬ নং বিধির ব্যত্যয় ঘটেছে।

১৮.৫ পিসিআর-এর খাতওয়ারী ব্যয়ের হিসেবে অসামঞ্জস্যতা : মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের খাতওয়ারী ব্যয়ের হিসাবের সাথে প্রকৃত ব্যয়ের তারতম্য রয়েছে। আবার খাতওয়ারী ব্যয়ের সাথে ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তির ব্যয়ের মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। বিষয়টি প্রকল্প ব্যবস্থাপকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে, প্রকল্প অফিস হতে খাতওয়ারী ব্যয়ের নতুন তথ্য আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়। প্রেরিত খাতওয়ারী ব্যয়ের নতুন তথ্যের মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিরীক্ষার আবশ্যিকতা রয়েছে।

১৮.৬ অনুমোদন বহির্ভূত কর্মসম্পাদন ও ব্যয় নির্বাহ : প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ খাতে ৩৯০.৯৩ লক্ষ টাকা নির্ধারিত ছিল। ব্যয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ খাতের বরাদ্দ হতে কোয়ার্টার ও ক্যাফেটেরিয়ায় গ্যাস সংযোগ বাবদ ৭.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। গ্যাস সংযোগ বাবদ অর্থ সংস্থান না থাকা সত্ত্বেও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ খাত হতে এ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে যা পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী।

১৮.৭ পিসিআর প্রেরণে বিলম্ব : প্রকল্পটি সমাপ্ত হয় জুন, ২০১৩ সালে। প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) ০৩ মাস ১৫ দিনের মধ্যে আইএমইডিতে প্রেরণের বাধ্যবাধকতা থাকলেও অনেক বিলম্বে (প্রায় ১০ মাস পরে) প্রেরণ করা হয়। বর্ণিতাবস্থায়, বিলম্বে পিসিআর প্রেরণের কারণে প্রকল্পটির যথাসময়ে মূল্যায়ন কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে।

১৮.৮ অডিট সম্পর্কিত তথ্য প্রদান না করা : প্রাপ্ত পিসিআর-এ অত্র প্রকল্পের অডিট সম্পর্কিত কোন বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হয়নি। আর্থিক স্বচ্ছতার স্বার্থে প্রকল্পের শুরু হতে সমাপ্তি পর্যন্ত কোন অডিট হয়েছে কি না তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

১৮.৯ সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত না হওয়া : পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির আওতায় একাডেমী ভবনের নির্মিত রুমগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। নির্মিত মেডিকেল সেন্টার ও ব্যাংক ভবন অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। এছাড়াও, টেনিস কোর্ট ও বাস্কেট বল কোর্ট ব্যবহৃত না হয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। আইএমইডি'র নিকট প্রতীয়মান হয় যে, যথাযথ চাহিদা নিরূপন না করে প্রকল্প গ্রহণ করায় এ সমস্ত অবকাঠামোগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।

১৯। সুপারিশ/ মতামত :

১৯.১ অনুমোদিত মূল ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় ও নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রকল্পের নির্ধারিত কাজসমূহ সম্পন্ন করার ব্যাপারে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সচেষ্ট থাকতে হবে (২০.১) ;

১৯.২ প্রকল্প মেয়াদের শেষ দিনে মন্ত্রণালয় কর্তৃক আন্তর্জাতিক সমন্বয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে প্রতীয়মান হয় যে, অনুমোদনের পূর্বেই খাতওয়ারী ব্যয়ের কম-বেশি করা হয়েছে যা পরিকল্পনা শৃঙ্খলার পরিপন্থী। বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক অনুমোদনের পূর্বে ডিপিপি'র কোন খাতের ব্যয় হ্রাস-বৃদ্ধি তথা সমন্বয় করা যাবে না। বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক অনুমোদনের পূর্বে অংগভিত্তিক ব্যয় হ্রাস-বৃদ্ধি করা হলে পরবর্তীতে তার ঘটনাভোগের অনুমোদন করা যাবে না (২০.২);

১৯.৩ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজে উপকরণসমূহের মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আরও দায়িত্বশীল হতে হবে। ল্যাবরেটরি টেস্ট ব্যতিরেকে কোন নির্মাণ উপকরণ ব্যবহার করা সমীচীন হবে না। ল্যাবরেটরি টেস্টে প্রেরিত একই নমুনা প্রকল্প অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে (২০.৩);

১৯.৪ ক্রয় সংক্রান্ত বিধি মোতাবেক অত্র প্রকল্পে কোন ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়নি। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা যথাযথভাবে প্রতিপালনে বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সচেষ্ট হতে হবে (২০.৪ ও ক্রয় পর্যালোচনা) ;

১৯.৫ মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত পিসিআর এ খাত ওয়ারী ব্যয়ের অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যয়ের প্রকৃত তথ্য ঠিকাদার/সরবরাহকারীর সাথে সম্পাদিত চুক্তির আলোকে যাচাই-বাছাইপূর্বক আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে (২০.৫) ;

১৯.৬ অনুমোদিত আরডিপিপিতে গ্যাস সংযোগের কোন খাত না থাকা সত্ত্বেও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ খাত হতে অননুমোদিতভাবে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে যা পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে (২০.৬) ;

১৯.৭ প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে আবশ্যিকভাবে আইএমইডিতে পিসিআর প্রেরণ করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে (২০.৭) ;

১৯.৮ প্রকৃত চাহিদা নিরূপনের আলোকে প্রকল্পের আওতায় স্থাপনা নির্মাণ করা শ্রেয় হবে যাতে সরকারী ব্যয়িত অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় (২০.৯);

১৯.৯ আর্থিক স্বচ্ছতার স্বার্থে প্রকল্পটির দ্রুত অডিট সম্পন্ন করতে হবে।

২০। অত্র বিভাগের উপর্যুক্ত সুপারিশসমূহের উপর মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি'কে আবশ্যিকভাবে অবহিত করতে হবে।